জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper : www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

দেউচায় নিয়োগপত্র

দেউচা-পাঁচামিতে ৪৭টি পরিবারের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দিল ডব্লুবিআইডিসি-র চেয়ারম্যান অনুব্রত মণ্ডল। এখনও অবধি জমিদাতা প্রায় ১৯০০ জনকে নিয়োগপত্র দেওয়া হয়েছে।

বৃষ্টি বাংলায়

মন্থার প্রভাবে সকাল থেকেই দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি। শুক্রবার থেকে বৃষ্টির পরিমাণ অনেকটাই কমবে। উত্তরবঙ্গে আজ ও আগামিকাল বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে

বাংলা চলচ্চিত্রের মুক্তি নিয়ে অভিনব সিদ্ধান্ত টালিগঞ্জের

নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহেই ফল প্রকাশের সম্ভাবনা এসএসসির

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ১৫৪ ● ৩০ অক্টোবর, ২০২৫ ● ১২ কার্তিক ১৪৩২ ● বৃহস্পতিবার ● দাম - ৪ টাকা ● ১৬ পাতা ● Vol. 21, Issue - 154 ● JAGO BANGLA ● THURSDAY ● 30 OCTOBER, 2025 ● 16 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

মৃতের বাড়িতে অভিষেক

বাংলা জুড়ে একটাই স্বর জাস্টিস ফর প্রদীপ কর

পানিহাটির বাড়িতে প্রয়াত প্রদীপ করকে শ্রদ্ধা অভিষেকের।

প্রতিবেদন : 'সারা বাংলার একটাই স্বর, জাস্টিস ফর প্রদীপ কর' এই স্লোগানকে সামনে রেখে আগামী কাল বৃহস্পতিবার পানিহাটিতে প্রতিবাদ-মিছিলের ডাক দিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার এসআইআর-আতঙ্কে সুইসাইড করেছেন পানিহাটির বাসিন্দা প্রদীপ কর। বুধবার বিকেলে তাঁর বাড়ি যান অভিষেক। পরিবারের লোকেদের সান্ত্বনা দিয়ে সর্বতোভাবে পাশে থাকার বার্তা দিয়েছেন তিনি। বলেন, আপনারা ভয় পাবেন না। বাংলায় তৃণমূল কংগ্রেস আছে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বেঁচে থাকতে আপনাদের কেউ বাংলাদেশে পাঠাতে পারবে না। তীব্র আক্রমণ করে বলেন, এই মৃত্যুর জন্য দায়ী অমিত শাহ ও নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার। সেইসঙ্গে তিনি তৃণমূল নেতা-কর্মীদেরও নির্দেশ দিয়েছেন মানুষের পাশে থাকার।

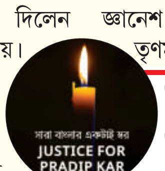

আগরপাড়া থেকে উসুমপল্লি মিছিল

অভিষেক বলেন, আগামী ৪ নভেম্বর থেকে রাজ্যে এসআইআরের কাজ শুরু হবে, আপনারা কেউ ভয় পাবেন না। তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা ক্যাম্প করে আপনাদের সাহায্য করবে। আমরা সবাই (এরপর ১০ পাতায়)

পোস্তায় জগদ্ধাত্রী পুজোর উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার।

কোনও বৈধ ভোটারের নাম যেন বাদ না যায়

প্রতিবেদন : গণতন্ত্রে সবাই সমানভাবে থাকুক। সবাই যেন নিজের ভোটাধিকার পায়। বুধবার পোস্তায় জগদ্ধাত্রী পুজোর উদ্বোধন মঞ্চ থেকে এসআইআর নিয়ে সরব হলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সাফ কথা, কোনও বৈধ ভোটারের নাম যেন বাদ না যায়। সংবিধানে সবার সমান অধিকার। আমরা বিভেদের রাজনীতি করি না। যারা বিভেদের রাজনীতি করে তাঁদের ঘৃণা করি। সব থেকে বড় ধর্ম হল মানবিকতা ও মনুষ্যত্ব।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, জগদ্ধাত্রী পুজোর মধ্যেই ছটপুজো হয়ে গেল। কাল এবং পরশু ছটপুজোর জন্য ছুটি ছিল। আমার ঘাটে যাওয়ার সুযোগ মিলেছে। উদ্বোধন করেছি। পুলিশ দারুণ কাজ করেছে। পুরসভাও ভাল কাজ করেছে। এবার পোস্তাবাজার মার্চেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের জগদ্ধাত্রী পুজোর উদ্বোধন করলাম। এই উদ্বোধনী মঞ্চ থেকেই কৃষ্ণনগর ও চন্দননগরের পাশাপাশি চুঁচুড়া, ভদ্রেশ্বর ও অন্যান্য এলাকার জগদ্ধাত্রী পুজোর উদ্বোধনও করলাম। মা পূজিতা হন সর্বত্রই। আজ, মহাষ্টমীর পুজো চলছে। পুজো-উৎসব আমাদের ঐক্যবদ্ধ করে। তাতেই আমরা ভাল থাকি। মানুষ ভাল থাকলে আমিও ভাল থাকি। সবাই ভাল থাকুন, ঐক্যবদ্ধ থাকুন। (এরপর ১০ পাতায়)

পাড়ায় বিজেপি নেতারা এলে বেঁধে রাখুন বলুন, বাপ-ঠাকুরদার সার্টিফিকেট দেখাতে

প্রতিবেদন : এসআইআর ইস্যুতে এবার আরও সুর চড়ালেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার পানিহাটিতে মৃত প্রদীপ করের বাড়ি থেকে বেরিয়ে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন। বলেন, এলাকায় বিজেপির নেতারা এলে তাঁদের ঘিরে ধরবেন, বেঁধে

রাখবেন। জানতে চাইবেন— বাপ-ঠাকুরদার সার্টিফিকেট নিয়ে আয়, তার পরে প্রচার করতে আসবি! তাঁর কথায়, আমি লজ্জিত, একটা রাজনৈতিক দল এতটা নীচে নামতে পারে! প্রদীপবাবু পরিষ্কারভাবে লিখে গেছেন, 'আমার মৃত্যুর জন্য দায়ী এনআরসি', এর পরও বিজেপি (এরপর ১০ পাতায়)

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

আকাশ

ও আকাশ তুমি ঘর বাঁধো না কেন?
ও বাতাস তোমার মুখ গোমড়া কেন?
বর্ষা তুমি সীমা ছাড়ালে কেন?
বন্যার ছায়া দেখে কাঁদো না কেন?
ও আকাশ ও বাতাস, ও নদী ও পাহাড়।

আকাশ-বাতাস-নদী-সাগর ও পাহাড়
প্রকৃতির পৃথিবীতে সবই উপহার
মাঝে মাঝে প্রকৃতি ভয়ঙ্করী
সাগর ভাসিয়ে দেয় জীবন তরী।

চলার পথের আজ শেষ যে কোথায়?
ঘুরে ফিরে যেতে হবে শেষ সীমানায়
তাইতো ভাবি না, ভাবতেও চাই না
যাবোই যাবো যেথা শেষ রবে না।
ও আকাশ ও বাতাস, ও নদী ও পাহাড়।

চিকিৎসাধীন খাইরুল সেখ।

আতঙ্কে আবার আত্মহত্যার চেষ্টা

প্রতিবেদন : এসআইআর ঘোষণার পরই একের পর এক মর্মান্তিক ঘটনা বাংলায়। এনআরসি-আতঙ্কে উত্তর ২৪ পরগনার খড়দহে আত্মহত্যা করেন ৫৭ বছর বয়সি প্রদীপ কর। এরই মধ্যে আরও এক আত্মহত্যার চেষ্টা কোচবিহারের দিনহাটায়। ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর নিয়ে আতঙ্কের কারণে বুধবার কীটনাশক খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন কোচবিহারের বুড়িরহাট ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের জিতপুর এলাকার বাসিন্দা খাইরুল শেখ। গুরুতর অবস্থায় তাঁকে প্রথমে দিনহাটা হাসপাতাল (এরপর ১০ পাতায়)

নানা রকম

তারিখ অভিধান

১৮৫৩ প্রমথনাথ মিত্র

(১৮৫৩-১৯১০)

এদিন উত্তর ২৪ পরগনার নৈহাটিতে জন্মগ্রহণ করেন। ভারতে বিপ্লবী আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব। বিলেত থেকে ব্যারিস্টার হয়ে ফিরলে পাড়াপড়শিরা তাঁর বাবা, ইঞ্জিনিয়ার বিপ্রদাস মিত্রকে প্রায়শ্চিত্ত করতে বলেন। বিপ্রদাস তাতে রাজি না হয়ে কলকাতায় এসে খ্রিস্টান হন। কিন্তু প্রমথনাথ ছিলেন গোঁড়া হিন্দু। ইংল্যান্ডে পড়ার সময়েই আয়ারল্যান্ড ও রাশিয়ার বিপ্লব আন্দোলনের বিষয়ে অবগত হন। ১৯০২-তে অনুশীলন সমিতি প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি তার ডিরেক্টর হন। তিনি বাঙালিদের ব্যায়াম করার মাধ্যমে শরীরচর্চার ওপর জোর দিতেন। যোগী নামে একটি উপন্যাস লেখেন। এ-ছাড়া অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ‘তর্কতত্ত্ব’, ‘জাতি ও ধর্ম’ ইত্যাদি।

১৯৬০ দিয়াগো আর্মান্দো মারাদোনা

(১৯৬০-২০২০) এদিন আর্জেন্টিনায় জন্মগ্রহণ করেন। নায়ক, ফুটবলের ব্যাড বয়, হ্যান্ড অফ গড, সব বিতর্ক পেরিয়ে মারাদোনা শুধুই এক কিংবদন্তি, ফুটবলের রাজপুত্র। মাত্র ১৮ বছর বয়সেই দক্ষিণ আমেরিকার সেরা ফুটবলার নির্বাচিত হয়েছিলেন। দরিদ্র পরিবারের সন্তান। আট ভাইবোনের মধ্যে পঞ্চম। মাত্র ১৬ বছর ১২ দিন বয়সে নীল জার্সি পরে আর্জেন্টিনার জাতীয় দলে জায়গা পান। তাঁর নেতৃত্বে ১৯৭৮-এ যুব বিশ্বকাপ জেতে আর্জেন্টিনা। তবে ১৯৮৬-তে কার্যত একার কৃতিত্বে মেক্সিকোতে বিশ্বকাপ জেতান দেশকে। চার বছর পর ফাইনালে তুলেও দেশকে কাপ জেতাতে পারেননি। পেলের যেমন ছিল কসমস, তেমনই মারাদোনার নাপোলি। ইতালিতেই তিনি ক্লাব জীবনের সেরা ফুটবল খেলেন। কলকাতায় এসেছিলেন। তাঁকে ঘিরে জনতার আবেগ দেখে তাঁর মনে পড়ে গিয়েছিল ১৯৮৬-’৮৭ সালে তাঁকে নিয়ে নাপোলির রাতের উন্মাদনার কথা। বেহিসাবি জীবনযাপনের জন্যই বিশ্বের তাবড় ডিফেন্ডারদের হারিয়েও বিতর্কের বলয় থেকে কখনও নিষ্কৃতি পাননি।

১৮৮৭ সুকুমার রায় (১৮৮৭-১৯২৩)

এদিন অধুনা বাংলাদেশের ময়মনসিংহ জেলার মসুয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। খেয়াল-রসের স্রষ্টা সুকুমার অল্পবয়সেই মুখে মুখে মজার ছড়া বানাতেন। ছবি আঁকার সঙ্গে সঙ্গে ফটোগ্রাফির চর্চাও শুরু করেন তিনি। তাঁরই উদ্যোগে তৈরি হয় ‘ননসেন্স ক্লাব’। সেই ক্লাবের মুখপত্র ‘সাড়ে-বত্রিশ-ভাজা’। স্বল্পজীবনে বিভিন্নরকম লেখায় ও রেখায় বাংলার শিশুচিত্ত জয় করে নিয়েছিলেন। তাঁর কবিতা, নাটক, গল্প, এই তিনটি ক্ষেত্রেই উচ্ছল কৌতুকরসের সঙ্গে সূক্ষ্ম ব্যঙ্গাত্মক সমাজচেতনার অপূর্ব সংমিশ্রণ লক্ষ করা যায়। তাঁর লেখা কাব্যগ্রন্থ ‘আবোল তাবোল’ ও ‘খাই খাই’। ‘অবাক জলপান’, ‘ঝালাপালা’, ‘লক্ষ্মণের শক্তিশেল’-সহ সাতটি নাটক লিখেছিলেন। ‘হ-য-ব-র-ল’, ‘পাগলা দাশু’, ‘বহুরূপী’ তাঁর গল্পসংগ্রহ। এ-ছাড়াও তাঁর লেখা বহু কবিতা, প্রবন্ধ ও ছবি নানা পত্রপত্রিকায় নানাভাবে ছড়িয়ে আছে।

১৯০১ সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

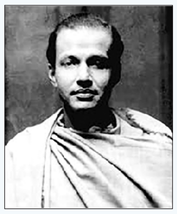

(১৯০১-১৯৬০) এদিন কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। রবীন্দ্রযুগে রবীন্দ্র-প্রভাবমুক্ত অন্যতম বিশিষ্ট বিদগ্ধ কবি। ফরাসি ও জার্মান ভাষাতেও তাঁর দখল ছিল। ইংরেজিতে এমএ পাশ করেছিলেন। ১৯৫৪-’৬০ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগে অধ্যাপনা করেছেন। রচিত উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ ‘তন্বী’, ‘অর্কেস্ট্রা’, ‘ক্রন্দসী’, ‘সংবর্ত’ ইত্যাদি। প্রবন্ধগ্রন্থ ‘স্বগত’, ‘কুলায় ও কালপুরুষ’ প্রভৃতি।

১৯০৯ হোমি জাহাঙ্গির ভাবা

(১৯০৯-১৯৬৫) এদিন মুম্বইয়ে জন্মগ্রহণ করেন। ভারতের নিউক্লীয় প্রকল্পের জনক। টাটা ইনস্টিটিউট অফ ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ এবং ট্রম্বের অ্যাটমিক এনার্জি এস্টাবলিশমেন্টের প্রতিষ্ঠাতা ডিরেক্টর, ট্রম্বের সংস্থাটির বর্তমান নাম ভাবা অ্যাটমিক রিসার্চ সেন্টার। পেয়েছেন অ্যাডামস প্রাইজ ও পদ্মভূষণ উপাধি। একাধিকবার পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কারের জন্যও মনোনীত হন।

১৯৮৮ তরুণ রায় ওরফে ধনঞ্জয় বৈরাগী

(১৯২৭-১৯৮৮) এদিন প্রয়াত হন। বিশিষ্ট নাট্যকার, সাহিত্যিক, মঞ্চাভিনেতা ও নাট্যনির্দেশক। সারা ভারতের নাট্যদলকে নিয়ে তিনিই প্রথম একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা সংগঠিত করেন। রচিত উল্লেখযোগ্য নাটক ‘কেঁচো খুঁড়তে সাপ’, ‘অঘটন আজও ঘটে’, ‘নুনের পুতুল সাগরে’, ‘রেসকোর্স’ ইত্যাদি।

কর্মসূচি

■ নব তরুণ সংঘের রজতজয়ন্তী বর্ষের জগদ্ধাত্রী পুজোয় শুভেচ্ছাবার্তা পাঠিয়েছেন সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। পুজোর উদ্বোধনে মূল উদ্যোক্তা শ্রীরামপুর পুরসভার পুর পারিষদ সন্তোষ সিং।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৫৪১

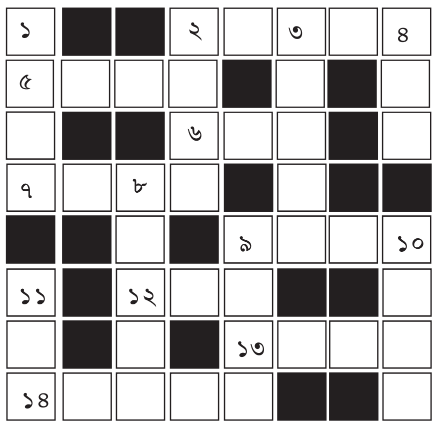

পাশাপাশি : ২. যে চিঠিপত্র আকাশপথে আদান-প্রদান করা হয় ৫. মর্ত্য, পৃথিবী ৬. আয়না ৭. খাটুনি, মেহনত ৯. আগের ও পরের ব্যাপার ১২. সম্মতি ১৩. পরলোকের জন্য কল্যাণকর ১৪. রাবণ।

উপর-নিচ : ১. মনঃকষ্ট, দুঃখ ২. সম্পূর্ণ ৩. প্রতিরক্ষা বা আত্মরক্ষায় নিযুক্ত অংশ ৪. জমানত ৮. পরিশ্রম করা ৯. তন্নতন্ন, পুঙ্খানুপুঙ্খ ১০. শঠতা ১১. লোপের অভাব, লোপহীনতা।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৫৪০ : পাশাপাশি : ১. অবোধ ৩. আত্মলীন ৫. বিবাহবিভ্রাট ৭. কলোনি ৮. দংশ ১০. পরাগমিলন ১২. হয়রানি ১৩. লাবনি। **উপর-নিচ :** ১. অপেশ্রুক ২. ধনবিনিয়োগ ৩. আগ্রহ ৪. নগ্নাট ৬. বিনোদনশালা ৯. শক্তঘানি ১০. পরাহ ১১. মিলনি।

২৯ অক্টোবর কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১২১০০০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১২১৬০০
হলমার্কগহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১১৫৬০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	১৪৮৭০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	১৪৮৮০০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৮৯.২৩	৮৭.৫৯
ইউরো	১০৩.৭৩	১০১.৯৭
পাউন্ড	১১৮.৩০	১১৫.৭৭

নজরকাড়া ইনস্টা

■ কৌশানী

■ প্রিয়াঙ্কা চোপড়া

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়

• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও’ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত। সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

পোস্তায় জগদ্ধাত্রী পুজোর উদ্বোধন ■ নানা মুহূর্তে মুখ্যমন্ত্রী

■ পোস্তা বাজারে জগদ্ধাত্রী পুজোর উদ্বোধনী মঞ্চে বসেই মুখ্যমন্ত্রী আঁকলেন দেবী প্রতিমার মুখচ্ছবি। সংরক্ষণে রাখলেন চৌরঙ্গীর বিধায়ক নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়।

আপনার অধিকার, আপনারই থাকবে
জীবন বাজি রাখবেন না : মুখ্যমন্ত্রী

প্রতিবেদন : জীবন সবার আগে। বাড়ি ভেঙে পড়লে জীবন চলে যেতে পারে। তাই বিপজ্জনক বাড়ি আঁকড়ে থাকবেন না। ভয় পাবেন না, আপনার অধিকার, আপনারই থাকবে। বুধবার পোস্তায় জগদ্ধাত্রী পুজোর উদ্বোধনী মঞ্চ থেকে এলাকাবাসীকে অভয় দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেইসঙ্গে দিলেন নিরাপত্তার স্বার্থে পুরসভার নোটিশ মেনে বিপজ্জনক বাড়ি ছাড়ার পরামর্শ।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলন, যখনই এলাকার কোনও সমস্যা বা ব্যবসায়িক সমস্যা নিয়ে কোনও প্রতিনিধি গিয়েছেন, আমি চেষ্টা করেছি তা সমাধানের। বন্দর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমস্যা ছিল ব্যবসা নিয়ে। আমি মলয় ঘটককে বলে সেই সমস্যার সমাধান করেছি। তারপর বড়বাজারে ফায়ার ব্রিগেড করা হয়েছে। হাসপাতাল করা হয়েছে। যতটা পেরেছি করে দিয়েছি। করোনার সময় এই পোস্তা বাজার বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তখন সবাইকে বাড়ি থেকে তুলে এনে বলেছিলাম বাজার খুলতে। নিরাপদে থেকে বাজার খোলা হয়েছিল।

তিনি আর বলেন, এখানে বহু দাহ্য পদার্থ মজুত থাকে। ফলে আগুন লেগে যায় সহজে, সেই দিকটায় বিশেষ করে নজর দিতে হবে। সেফটি-সিকিউরিটির যাতে প্রবলেম না হয় সে বিষয়টি সবার আগে দেখা দরকার। এখানে অনেক পুরনো বাড়ি আছে, যেগুলো ভেঙে যাচ্ছে এবং বিপজ্জনকও। আপনারা নিরাপত্তার স্বার্থে পুরসভার নোটিশ মেনে কাজ করুন। ভাবছেন এই বাড়ি যদি দিয়ে দিই, তাহলে আমাদের আর বাড়ি মিলবে কি না। আমি বলছি, যার যতটা অধিকার আছে, তারা সবাই পাবেন, সার্টিফিকেটও পাবেন। নতুন ঘর তৈরি হলে সবাই পাবেন। আপনার অধিকার, আপনারই থাকবে। কিন্তু জীবন সবার আগে। বাড়ি ভেঙে পড়লে জীবন চলে যেতে পারে।

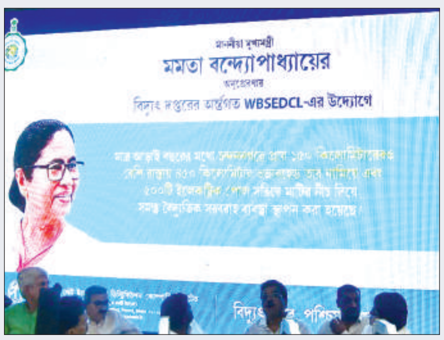

চন্দননগরে ভূগর্ভস্থ বিদ্যুৎ ব্যবস্থায় খরচ ১২০ কোটি

প্রতিবেদন : চন্দননগরে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থায় এল যুগান্তকারী পরিবর্তন। মাটির নিচে দিয়ে সমস্ত বৈদ্যুতিক সরবরাহ ব্যবস্থা স্থাপন করা হল। বুধবার পোস্তায় জগদ্ধাত্রী পুজোর উদ্বোধনী মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, বিদ্যুৎ দফতরের অন্তর্গত ডব্লুবিসইডিসিএলের উদ্যোগে চন্দননগরের প্রায় ১৫০ কিলোমিটারেরও বেশি রাস্তার ৪৫০ কিলোমিটার ওভারহেড তার নামিয়ে এবং ৫০০টি ইলেকট্রিক পোল সরিয়ে মাটির নিচে দিয়ে সমস্ত বৈদ্যুতিক সরবরাহ ব্যবস্থা স্থাপন করা হল। এই প্রকল্পের জন্য ১২০ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। আগে জগদ্ধাত্রী পুজোর নিরঞ্জনের সময় বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করা হত, এই বছর থেকে সেই সমস্যার সম্মুখীন হবেন না স্থানীয় বাসিন্দারা। আগামীদিনে কলকাতার মধ্যেও এই ব্যবস্থা কার্যকর করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সম্পাদকীয়

30 October, 2025 • Thursday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মূর্খের স্বর্গ

বাংলার মানুষের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি করার জন্য সব ধরনের চেষ্টা অব্যাহত বিজেপির। বাংলায় মানুষের ভোট পাবে না জেনে এসআইআরের নামে চক্রান্ত শুরু করেছে। তৃণমূল কংগ্রেস স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে, একটিও বৈধ নাম বাতিল হলে সর্বোচ্চ পর্যায়ের লড়াই হবে। মর্মান্তিক হচ্ছে এসআইআরের নামে পরপর আত্মহননের ঘটনা। পানিহাটির প্রদীপ করের মৃত্যু বাংলার মানুষকে নাড়া দিয়েছে। এর আগে দক্ষিণ কলকাতায় এনআরসি আতঙ্কে দুটি মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছিল। প্রদীপ করের মৃত্যুর পরে বুধবার কোচবিহারের খাইরুল শেখের আত্মহননের চেষ্টা। বিজেপি আসলে ভোটের জন্য, ক্ষমতার জন্য রক্ত-পিশাচে পরিণত হয়েছে। ২০১৬ সাল থেকে শুরু করে ২০২৪-এর লোকসভা এবং উপনির্বাচনে পরপর হারের গ্লানি নিয়ে মোদি-শাহের দল ভেবেছে পিছনের দরজা দিয়ে ক্ষমতা দখল করবে। মূর্খের স্বর্গে বাস করছে এই বহিরাগত জমিদারদের দল। ২০২৬-এর বিধানসভা ভোটে বিজেপিকে বাংলার মানুষ এমন শিক্ষা দেবেন যাতে ভারতীয় জনতা পার্টি বুঝতে পারবে কেন বাঙালি সম্বন্ধে মহামতি গোখলে বলেছিলেন, আজ বাংলা যা ভাবে, কাল দেশ তা ভাবে।

নাটক আর কত দেখব!

নাটক! শুধুই নাটক! তোমার মনে কি নাটক বিনা কোনও বাত নেই, মোদি? সাধারণ বিহারীদের দূষিত যমুনার জলে ছটপুজো করতে হচ্ছে, আর মোদি ডুব দেবেন সুইমিং পুলে! আসলে প্রধানমন্ত্রীর যমুনার সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই, ছটের সঙ্গেও কোনও সম্পর্ক নেই। তিনি শুধু নাটক করে ভোট লুঠ করেন। ছটপুজো উপলক্ষে দিল্লিতে যমুনার পাশে প্রধানমন্ত্রীর স্নান করার জন্য পানীয় জলের পুকুর তৈরি করা হয়েছিল । বিষয়টি প্রকাশ্যে আসার পরে ওই 'নকল' যমুনার জলে ডুব দেওয়ার কর্মসূচি বাতিল করা হয়। ভোটের জন্য সব করতে পারেন প্রধানমন্ত্রী। এমনকী মঞ্চে উঠে নাচতেও তিনি দ্বিধা করবেন না। বাংলা শীঘ্র তাঁর নাচ দেখতে পাওয়ার আশা রাখে। প্রমাণিত সত্য, প্রধানমন্ত্রী কলকারখানা খুলতে চান নিজের রাজ্য গুজরাতে। আর পশ্চিমবঙ্গে শুধু ভোটে জিততে চান। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যস্থতাতেই সংঘর্ষবিরতি হয়েছিল কি না, সেটা এখনও স্পষ্ট করে বলেননি মোদি। মোদি ট্রাম্পকে ভয় পান। পরের বার যখন তিনি পশ্চিমবঙ্গে প্রচারে আসবেন তখন তাঁকে বলতে হবে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ভারত-পাকিস্তান সংঘাত বন্ধ করার বিষয়ে মিথ্যা দাবি করেছেন। বরং ভাবুন বাংলার দুর্গত মানুষদের কথা। জন্ম সার্টিফিকেট, আধার কার্ড, ভোটার কার্ড। চলতি মাসের প্রথম সপ্তাহে বিপর্যয়ে এমন একগুচ্ছ নথি খুইয়ে ফ্যাসাদে পাহাড় ও সমতলের বহু মানুষ। তাঁরা এখন কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের স্পেশাল ইন্টেনসিভ রিভিশন (এসআইআর) নিয়ে ঘোর আতঙ্কিত। তাঁদের একাংশ 'নিজভূমে পরিবাসী' হওয়ার আশঙ্কা করছেন। আর তাঁদের সহায়তায় ঝাঁপিয়েছে দার্জিলিং জেলা প্রশাসন। তারা দুর্গতদের নথি জোগাড় করে দিতে ক্যাম্প অব্যাহত রেখেছে। মানুষের পাশে মোদি সরকার নয়, আছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশাসন। নাটক নয়। সত্যিকার সাহায্য। এটাই পার্থক্য। শুভবুদ্ধিসম্পন্ন নাগরিকদের দাবি, এসআইআর নিয়ে যেন কোনও প্রকার সংকীর্ণ রাজনীতি না-হয়। জিনিসটা যেন কোনও বিশেষ রাজনৈতিক দলকে ভোটে বাড়তি সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার খুড়োর কলে পর্যবসিত না-হয়। সমস্ত মৃত ব্যক্তির নাম অবশ্যই ছাঁটতে হবে। সংশোধন করা চাই ডুপ্লিকেট নামধামও। বাংলাদেশি/পাকিস্তানি/রোহিঙ্গা এমন কুরুচিকর অভিযোগে যেন কোনও ভারতীয় মুসলিম নাগরিক হয়রানির শিকার না হন। লক্ষ লক্ষ শ্রমিককে বহির্বঙ্গেও কাজে যেতে হয়। এছাড়া অসংখ্য মানুষ বারবার ঠাঁইনাড়া হয়ে পড়েন বন্যা, নদীভাঙন, পাহাড়ে ধস প্রভৃতি কারণেও। অসংখ্য মানুষ বানজারা হিসেবেও বেঁচে আছেন যুগ যুগ ধরে। বলাবাহুল্য, তাদের কারোরই স্থায়ী ঠিকানা নেই। ফলে এই ধরনের মানুষের পক্ষে বহু গুরুত্বপূর্ণ নথি সংরক্ষণ করে রাখা সম্ভব হয় না। তার মধ্যে এসআইআরে গ্রাহ্য নথিও থাকতে পারে। এই মানুষগুলি তো ভারতীয়ই। স্রেফ এসআইআরের শর্ত পূরণ করতে না-পারার জন্য তাদের যেন 'বিদেশি' দেগে দেওয়া না-হয়।

— ইমরান রহমান, বারাসত, উত্তর ২৪ পরগনা

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

ও ডাঃ বিচিত্রবীর্য!

৩৪ বছরের কথা ভুলে গেলেন?

কীর্তিমান ডাঃ বিচিত্রবীর্য এখন 'গণশত্রু'র পাতা ভরাচ্ছেন নানা অপপ্রচারে। ওঁর নিজের ও ওঁর পার্টির অপকীর্তিগুলোর কথা তাই মনে করিয়ে দিতে কলম ধরলেন **মৃত্যুঞ্জয় পাল**

গত ২৮/১০/২০২৫ তারিখে সিপিএমের মুখপত্র 'গণশক্তি'তে একজন ডাক্তারবাবু পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্যব্যবস্থা নিয়ে অনেক সমালোচনা করেছেন। তিনি ছাত্রাবস্থা থেকেই এসএফআই করতেন। আলোচনা করতেই পারেন। সেটা ওঁর গণতান্ত্রিক অধিকার আর পশ্চিমবঙ্গেই গণতন্ত্রটা এখন বেশি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যা বামফ্রন্টের ৩৪ বছরের শাসনকালে ছিল না।

উনি যখন এসএফআই করতেন তখন আরজি কর হাসপাতালেই একজন ডাক্তারি ছাত্র সৌমিত্র বিশ্বাস পর্নোগ্রাফি নিয়ে প্রতিবাদ করায় তাকে খুন করা হয় (পরিবারের অভিযোগ)।

ইনি ছিলেন ওই ঘটনা ধামাচাপা দেওয়ার তৎকালীন প্রথম সারির ডাক্তারি ছাত্র-নেতা।

আজকে এই ডাক্তারবাবুই বাংলা তথা ভারতবর্ষকে জানিয়েছেন একজন মানুষের ১৫০ গ্রাম বীর্য হয়! আরজি কর-কাণ্ডে সুযোগ বুঝে ঘোলা জলে মাছ ধরতে এসে জেনেশুনে এইভাবেই মিথ্যে খবর রটিয়ে নতুন যুগের 'বিচিত্রবীর্য' প্রতিষ্ঠা করার কারিগর তিনি।

সিপিআইএম নেতৃত্বাধীন তৎকালীন সরকারের যা ১৯৭৭ থেকে ২০১১ সাল অবধি পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ও সংশ্লিষ্ট নারীর ওপর নির্যাতন সংক্রান্ত অভিযোগের বিষয়টি এতদিন পর জনগণের কাছে পুনঃ উন্মোচনের প্রয়োজন এসেছে।

পশ্চিমবঙ্গে একসময় দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকা বামের জোট সরকারের আমলে স্বাস্থ্য খাতে নানা ধরনের দুর্নীতি যেমন ধরা পড়েছে তেমনি ধরা পড়েছে হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে নারীর ওপর হয়রানি/শ্লীলতাহানি-সহ বহু অনিয়ম।

উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ্য ১৯৯০ সালের বানতলার ঘটনা, যেখানে স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মকর্তাদের হামলা, ধর্ষণ ও হত্যার শিকার হতে হয়েছিল।

৩০ মে, ১৯৯০। তিনজন স্বাস্থ্যকর্মী যাদের দুজন ছিলেন ডিপার্টমেন্ট অফ হেলথ অ্যান্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার, গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল এবং একজন ছিলেন UNICEF থেকে, তাঁরা কিন্তু সরকারি কাজে ইমিউনাইজেশন প্রোগ্রামের জন্য এখানে গিয়েছিলেন। টিমের সদস্য ছিলেন অনিতা দেওয়ান, ডেপুটি ডিস্ট্রিক্ট এক্সটেনশন মেডিক্যাল অফিসার ওয়েস্ট বেঙ্গল ডিপার্টমেন্ট অফ হেলথ অ্যান্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার, শ্রীমতী উমা ঘোষ একজন সিনিয়র অফিসার হেল্থ ডিপার্টমেন্টের ও রেণু ঘোষ একজন প্রতিনিধি UNICEF-এর পক্ষ থেকে। তারা যখন বাইপাস-এর কাছে পৌঁছান চার-পাঁচ জনের কিছু যুবক তাদের গাড়ি আটকায় তাদের ক্লাবের কাছে। বিশ্বস্ত ড্রাইভার যার নাম না উল্লেখ করলেই নয়, অবনী নাইয়া চেষ্টা করেন এই মানুষজনগুলোকে বাঁচাবার জন্য কিন্তু গাড়ির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনা ঘটে। সঙ্গে সঙ্গে সুপরিকল্পিতভাবে আরও ১০-১২ জন যুবক সেই ঘটনাস্থলে আসেন এবং মহিলাদের উপর চড়াও হন, গাড়ি থেকে তাদের টেনে বার করেন এবং ড্রাইভার বাধা দিতে গেলে কী নির্মম সেই ঘটনা তাঁর যৌনাঙ্গে আঘাত করা হয় এবং গাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়। আর মহিলা অফিসাদের কলকাতা ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজে পুলিশ আনলে অনিতা দেওয়ানের অবস্থা দেখে ডাক্তারবাবু অজ্ঞান হয়ে যান। তাঁর যৌনাঙ্গে মেটালিক টর্চ দিয়ে আঘাত করা হয়। ড্রাইভারকে এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁর সারা দেহে বহু আঘাতের সঙ্গে যৌনাঙ্গে আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়। তিনিও মারা যান।

বানতলার এই ঘটনা পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসন ও আইন-শৃঙ্খলার ইতিহাসে এক ভয়ংকর অধ্যায় বাম আমলে। তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রীর বিতর্কিত বক্তব্য সমালোচিত হয়েছিল এবং অত্যন্ত নিন্দনীয় ছিল। মন্তব্য ছিল 'women should not have travelled that late'.

আমরা কি ভুলে গেছি কোচবিহারের নার্স বর্ণালী দত্তের খুনের কথা?

আমরা ভুলে যাব ২০০৩ সালে জাল ওষুধের বিরোধিতা করতে গিয়ে রানাঘাটে খুন হন ডাঃ চন্দন সেন। ২০০৪ সালের ২ জুলাই শ্রীরামপুরে ওয়ালশ-এ ডাঃ সুশীল পালকে খুন করে বিশ্বজিৎ বসু ও তার সহযোগীরা।

সব ভুলে যাবে এই বাংলার মানুষ?

২০০৭ সালে HIV কিট কেলেঙ্কারি।

Monozyme India Pvt Ltd-এর কিটে হাজার হাজার মানুষ HIV আক্রান্ত হল।

২০০৭ সালে তৎকালীন স্বাস্থ্যমন্ত্রী সূর্যকান্ত মিশ্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ আসে অবৈধভাবে তাঁর স্ত্রী ঊষা মিশ্রের এনজিও-কে সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার। ২০০৭-২০১২ সাল পর্যন্ত দিঘা ও সংলগ্ন এলাকায় এইডসের বিরুদ্ধে সচেতনতামূলক প্রচার চালানোর জন্য ঊষার স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে স্বাস্থ্য দফতরের এইডস প্রিভেশন অ্যান্ড কন্ট্রোল সোসাইটির তরফে বরাত দেওয়া হয়। এর জন্য কেন্দ্রের ন্যাশনাল এইডস কন্ট্রোল অর্গানাইজেশনের ২৯ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়। সেই টাকা নয়ছয় করা হয়। প্রচারের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী, ওষুধ না-কিনেও সরকারি টাকা হাতাতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভুয়ো নথি পেশ করা হয়েছে। এমনকী ৯০,৫০০ টাকার একটি হিসেবেও গরিমিল ধরা পড়েছে। এখানেই শেষ নয়, প্রমাণ লোপাট করতে বহু নথি সরিয়ে ফেলা হয়েছে বলে চার্জশিটে অভিযোগ করা হয়েছে।

বাম জামানায় মেডিকেল পড়বার সুযোগ ছিল সীমিত। কঠিন প্রতিযোগিতায় বহু মেধাবী ছেলেমেয়ে যখন মেডিকেলে পড়তে পারত না, তখন দেখা যেত 'মুখ্যমন্ত্রীর কোটা'য় পার্টির নেতা এবং ঘনিষ্ঠরা প্রতি বছর ১০ জন করে মেডিকেলে চান্স পাইয়ে দেওয়া হত, যাদের অনেকে দ্বিতীয় ডিভিশনে উচ্চমাধ্যমিক পাশ! ২০১১ সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী হয়ে এই কোটা ব্যবস্থার অপসারণ ঘটায়।

চিত্তরঞ্জন সেবাসদনের চিকিৎসক তথা বাম নেতা মহঃ সেলিমের স্ত্রী রোজিনা খাতুন ১৯৮৯ সাল থেকে ওই হাসপাতালের ৪০০০ স্কোয়্যার ফুটের স্যুট দখল করে রাখেন। সর্বহারা নেতা এবং তাঁর স্ত্রীর বিলাসিতার মাঝে কখনও এ-ভাবনা আসেনি যে এই ৪০০০ স্কোয়্যার ফুট জায়গা কত দরিদ্র রোগীকে পরিষেবা দেওয়ার কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে! তবুও তা ছিল এমন সুশাসনের অধ্যায়, যেখানে কোনও 'বিচিত্রবীর্য' ডাক্তারের কলম ধরতে মন চায়নি প্রতিবাদ রচনায়।

অতীতের একাধিক নির্মম অধ্যায়ের দৃষ্টান্ত শেষ করব এক হতভাগ্য চিকিৎসক-গবেষকের নির্মম পরিণতির কথা টেনে। যিনি হয়তো নোবেল পুরস্কার পেতে পারতেন, কিন্তু সময়ের অভিঘাতে যাঁকে নিতে হয়েছিল আত্মহননের পথ। তিনি ডাক্তার সুভাষ মুখোপাধ্যায়। অনন্যসাধারণ এই গবেষক সুভাষ মুখোপাধ্যায় ১৯৭০-এর দশকে টেস্টটিউব বেবি নিয়ে গবেষণা করতেন এবং প্রথম ভারতীয় বিজ্ঞানী হিসাবে সফলও হয়েছিলেন। কিন্তু লালবাবুরা তাকে 'উন্মাদ', 'প্রতারক' ইত্যাদি ছাড়া স্বীকৃতি দেননি।

আজকাল বিরোধীরা বলে থাকেন পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ধ্বংসস্তূপের উপর দাঁড়িয়ে। তাই যদি হবে পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক স্তরে পঞ্চায়েতভিত্তিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও সাব-সেন্টার স্থাপনে অগ্রণী রাজ্যের মধ্যে একটি হয় কী করে? গ্রামীণ এলাকায় block Primary Health Centre ও rural Hospital-এর মাধ্যমে প্রাথমিক চিকিৎসা ও মাতৃ-শিশু পরিষেবা পাচ্ছে কী করে? ১০০% ইনস্টিটিউশনাল ডেলিভারি হচ্ছে কী করে? স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের আওতায় মানুষ বিনামূল্যে বা ক্যাশলেস সুবিধায় চিকিৎসা পাচ্ছেন। সরকারি-বেসরকারি মিলিয়ে ৩৮টি মেডিক্যাল কলেজ, ৪২টি সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতাল করা হয়েছে। ১৩,৫০০-র বেশি সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র হয়েছে। রাজ্যের প্রান্তিক মানুষ আজ নিশ্চিত আছেন সরকারি চিকিৎসা পরিষেবার উপরই। বিনামূল্যে বহু বিরল অস্ত্রোপচার-সহ একাধিক সাফল্য এসেছে গত দেড় দশকে।

আসলে ৩৪ বছর ধরে স্বাস্থ্য-ব্যবস্থা ধ্বংসস্তূপের উপর ছিল। এখন স্বাস্থ্য-পরিষেবা সাফল্য-স্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে আছে এবং ভবিষ্যতে আরও-আরও সফল হবে যা মানুষের কাছে স্বপ্নাতীত।

■ বুধবার পানিহাটিতে এনআরসি-আতঙ্কে আত্মঘাতী প্রদীপ করের বাড়িতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করলেন। সঙ্গে ছিলেন সাংসদ পার্থ ভৌমিক, বিধায়ক নির্মল ঘোষ।

উদ্যোগ কৃষি বিপণন দফতরের

১০টি ফসলভিত্তিক হাব গড়ে তোলা হবে রাজ্যে

প্রতিবেদন : রাজ্যের কৃষকদের ফসল বিক্রির সুবিধা বাড়াতে এবং আয় বৃদ্ধির পথ প্রশস্ত করতে রাজ্য সরকারের কৃষি বিপণন দফতর রাজ্য জুড়ে ১০টি 'কমোডিটি স্পেসিফিক হাব' বা ফসলভিত্তিক হাব গড়ে তোলার প্রক্রিয়া শুরু করেছে। এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য হল, কৃষকদের ফসল সংগ্রহ পরবর্তী পরিকাঠামো উন্নত করে তাঁদের উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য দাম পাওয়া নিশ্চিত করা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নির্দেশ দিয়েছেন, কৃষক বাজার ও মার্কেট ইয়ার্ডগুলির যেসব জায়গা এখনও অব্যবহৃত, সেগুলিকে ব্যবহার করে দ্রুত এই হাবগুলি স্থাপন করতে হবে। ২০২৫–'২৬ অর্থবর্ষের মধ্যেই এই সমস্ত হাব কার্যকর করার লক্ষ্য স্থির হয়েছে।

প্রতিটি হাবে থাকবে ফসল সংগ্রহ, ছাঁটাই, গ্রেডিং, ধোওয়া, প্যাকিং, সংরক্ষণ এবং পরিবহণের পরিকাঠামো। এর ফলে কৃষকরা নিজেদের উৎপাদিত ফসল স্থানীয়ভাবে প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে আরও ভাল দামে বিক্রি করতে পারবেন। পাশাপাশি, পচে যাওয়া বা নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা অনেকটাই কমবে। এর ফলে শুধুমাত্র কৃষকরাই নন, ভোক্তারাও উপকৃত হবেন। তাঁরা তুলনামূলকভাবে কম দামে উন্নত গুণমানের ফসল পেতে পারবেন।

আলিপুরদুয়ার জেলায় দুটি হাব তৈরি হবে। একটি মাদারিহাট কৃষক বাজারে এবং অন্যটি কামাখ্যাগুড়ি মার্কেট ইয়ার্ডে। ওই তিন হাবে যথাক্রমে সুপারি, কলা ও পেঁপে সংরক্ষণ করা হবে। একইরকমভাবে দার্জিলিং জেলার সালবাড়ি কৃষক বাজারে হবে আদা হাব, উত্তর দিনাজপুরের করণদিঘিতে ভুট্টা হাব গড়ে তোলা হবে। মুর্শিদাবাদের রানিনগর ১ ব্লকে সরষে এবং হরিহরপাড়া কৃষক বাজারে লঙ্কা সংরক্ষণের হাব তৈরি হবে। হুগলির পুরসুড়ায় তিল হাব, পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুকে পানপাতা হাব এবং উত্তর ২৪ পরগনার দেগঙ্গা কৃষক বাজারে বিট ও গাজরের হাব গড়ে তোলা হবে। বীরভূমের বোলপুর মূল বাজারে থাকবে একটি পূর্ণাঙ্গ লজিস্টিকস হাব। উল্লেখযোগ্য, রাজ্যের পানপাতা উৎপাদনে তমলুক এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনার কাকদ্বীপ-পাথরপ্রতিমা অঞ্চলগুলির অবদান সর্বাধিক। রাজ্য সরকারের তরফে জানানো হয়েছে, রাষ্ট্রীয় কৃষি বিকাশ যোজনাপ্রকল্পের আওতায় এই প্রকল্পগুলির অর্থ সংস্থান করা হবে।

নতুন ৬ উপাচার্যকে শুভেচ্ছা ব্রাত্যর

প্রতিবেদন : সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশমতো রাজ্যের ৬ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগে সিলমোহর দিলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। রাজভবনের তরফে জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, রাজ্যের ৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন উপাচার্য নিয়োগের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এরপরই এক্স হ্যান্ডলে নতুন ৬ উপাচার্যকে শুভেচ্ছা ও আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে পোস্ট করেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। রাজ্যপাল আবু তালেব খানকে বিশ্ব বাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে নিযুক্ত করেছেন। এছাড়াও চন্দ্রদীপা ঘোষ ঝাড়গ্রামের সাধু রামচন্দ্র মুর্মু বিশ্ববিদ্যালয়ে, আশিস ভট্টাচার্য গৌরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে ও আশুতোষ ঘোষ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব নিলেন। উদয় বন্দ্যোপাধ্যায় কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন। চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে নিযুক্ত হয়েছেন। রাজ্যপালের তরফে জানানো হয়েছে, এই নিয়োগগুলি বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার স্বচ্ছতা ও প্রশাসনিক ধারাবাহিকতা বজায় রাখার স্বার্থে করা হয়েছে। রাজ্যের উচ্চশিক্ষা পরিমণ্ডলে নতুন নেতৃত্বের হাত ধরে শিক্ষাক্ষেত্রে গতি আসবে বলেই আশা করা হচ্ছে। অক্টোবরের ৬ তারিখ সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা যাদবপুর-সহ ছ'টি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগ করতে হবে। তার তিন সপ্তাহ পর মঙ্গলবার রাজভবনে ৬ উপাচার্যকে ডেকে সৌজন্য সাক্ষাৎও করেন আচার্য তথা রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। তার একদিনের পরেই ৬ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগের সিলমোহর দিল রাজভবন।

ঘূর্ণিঝড় মন্থা'র প্রভাবে রাজ্য জুড়ে ভারী বৃষ্টি

প্রতিবেদন : মন্থার প্রভাবে বুধবার সকাল থেকেই ঝড়-বৃষ্টি শুরু হয়েছে বাংলায়। এই ঘূর্ণিঝড় রাতের মধ্যে আরও কিছুটা শক্তি হারিয়ে গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে, তারপর দক্ষিণ ছত্তিশগড়ের দিকে এগিয়েছে। এদিকে এই ঝড়ের প্রভাবে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প ঢুকেছে রাজ্যে। সকাল থেকেই তাই দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হয়েছে। কোথাও আবার ভারী বৃষ্টিও হয়েছে। আজও হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হবে দক্ষিণবঙ্গের সর্বত্র। ঝোড়ো হাওয়ার সতর্কতা জারি করা হয়েছে কলকাতাতেও। তার মধ্যেও বীরভূম, পশ্চিম বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ এবং পুরুলিয়ায় থাকছে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। বৃহস্পতিবার অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে আলিপুরদুয়ার, কালিম্পং, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, ও কোচবিহারে। উত্তরের বাকি জেলায় ভারী বৃষ্টি চলবে। শুক্রবার থেকে বৃষ্টির পরিমাণ কমবে। উত্তরবঙ্গে আজ ও আগামিকাল বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে। ৩-৪ দিন পর দিনের তাপমাত্রা বাড়লেও রাতের তাপমাত্রা একই থাকবে। উপকূলে সমুদ্রের উপর ঘণ্টায় ৩৫ থেকে ৪৫ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইবে। ফলে সমুদ্র উত্তাল থাকবে। এই সময় মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। মেঘলা আকাশের কারণে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা আপাতত কয়েক দিন স্বাভাবিকের চেয়ে কম থাকবে।

নভেম্বরেই এসএসসির ফল

প্রতিবেদন : স্কুল সার্ভিস কমিশনের নিয়োগ পরীক্ষার ফল প্রকাশের সম্ভাবনা নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহেই। বুধবার সুপ্রিম কোর্টে আরও একবার জানিয়ে দিলেন স্কুল সার্ভিস কমিশনের আইনজীবী। বুধবার শীর্ষ আদালতের বিচারপতি সঞ্জয়কুমার এবং বিচারপতি আলোক আরাধের ডিভিশন বেঞ্চ একাংশ চাকরিপ্রার্থীর আবেদন খারিজ করে দেয়। নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে স্কুল সার্ভিস পরীক্ষার নিয়োগের ফলাফল বেরবে। তাই ২৬ নভেম্বরের মধ্যে তাদের আবেদন করার নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে ফল প্রকাশের পরই।

পথদুর্ঘটনায় আহত দুই

প্রতিবেদন : একাধিক গাড়ি দুর্ঘটনা মা ফ্লাইওভারে। একসঙ্গে তিনটি গাড়ি এবার দুর্ঘটনার কবলে। ঘটনায় দুজন আহত হয়েছেন। এই ঘটনায় ফের একবার মা ফ্লাইওভারের উপরে গাড়ির গতি নিয়ে প্রশ্ন উঠল। বুধবার দুপুরে একটি গাড়ি দ্রুত গতিতে আসার সময় আচমকা ব্রেক কষে। সায়েন্স সিটির দিক থেকে আসা গাড়িটি ডিভাইডারের উপর উঠে যায়। পিছনে যে গাড়িগুলি আসছিল সেই দুটি গাড়ি গতি নিয়ন্ত্রণ করতে না পেরে পিছনে ধাক্কা মারে।

৫৫ বছর পর ফিরছে 'অরণ্যের দিনরাত্রি'র নস্ট্যালজিয়া

জিনা বন্দ্যোপাধ্যায়

৫৫ বছর পর ফের বড় পর্দায় ফিরছে 'অরণ্যের দিনরাত্রি'। আবারও প্রেক্ষাগৃহে মুক্তির পালা। 'অরণ্যের দিনরাত্রি'র পুনর্মুক্তি নিয়ে বাংলা সিনেমার দর্শক আবার নস্ট্যালজিয়ায় আচ্ছন্ন হতে চলেছেন। বাংলা সিনেমার অন্যতম স্টলওয়ার্ড সত্যজিৎ রায়ের অনবদ্য সৃষ্টি। বিভিন্ন সময় কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত হয়েছে। তবে এবার নস্টালজিয়ার পারদ আরও উর্ধ্বমুখী। কারণ দেশ জুড়ে পুনরায় মুক্তি পেতে চলেছে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, শর্মিলা ঠাকুর, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, রবি ঘোষ, শমিত ভঞ্জ অভিনীত 'অরণ্যের দিনরাত্রি'।

সাদাকালো ক্যানভাসের সেই ছবিতে চার বন্ধু চিরাচরিত জীবনযাত্রা থেকে সাময়িক বিরতি নিয়ে

অচেনা-অজানায় হারিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। সম্প্রতি কান চলচ্চিত্র উৎসবেও এই ছবি দেখানো হয়েছিল। এবার সত্যজিতের কালজয়ী সৃষ্টি গোটা দেশের মানুষের কাছে বড়পর্দায় ধরা দেবে আগামী ৭ নভেম্বর। চলতি বছর ৩১তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে এই ছবি দেখানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন অভিনেত্রী শর্মিলা ঠাকুর। দক্ষিণ কলকাতার প্রিয়া সিনেমা হলে এই ছবির পুনরুদ্ধার হওয়া সংস্করণটি ইংরেজি সাবটাইটেল-সহ বড়পর্দায় মুক্তি পাবে আগামী ৭ নভেম্বর। কিফে এই ছবি গোটা সপ্তাহ জুড়ে দেখানো হবে বলে জানা গেছে। পাশাপাশি এক সপ্তাহ পরে প্রদর্শিত হবে সত্যজিৎ-উত্তমের অনবদ্য যুগলবন্দি 'নায়ক'।

প্রিয়া সিনেমার কর্ণধার অরিজিৎ দত্ত 'অরণ্যের দিনরাত্রি' ছবি প্রদর্শনের খবর ভাগ করে নিয়েছেন সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে। গোটা দেশ জুড়ে বড়পর্দায় মুক্তি পেতে চলা এই ছবি সব সিনেপ্রেমীদের দেখার অনুরোধ করেছেন তিনি। পাশাপাশি জানিয়েছেন, বরাবরের মতোই দর্শক এই ছবিকে আবারও একইরকম ভালবাসায় ভরিয়ে দিলে এই ছবি এক সপ্তাহের বেশিও চলতে পারে প্রেক্ষাগৃহে।

ঢাকুরিয়ার রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে আগুন। বুধবার সকালে ব্যাঙ্ক থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখেন স্থানীয় বাসিন্দারা। দমকলের ৬টি ইঞ্জিন নিয়ন্ত্রণে আনে। হতাহতের কোনও খবর নেই

নারী-নিরাপত্তায় সাইবার তদন্ত ল্যাবরেটরি, বরাদ্দ ৬ কোটি

প্রতিবেদন : ডিজিটাল দুনিয়ায় মহিলাদের নিরাপত্তা আরও সুনিশ্চিত করতে কলকাতা পুলিশের এলাকায় সাইবার অপরাধ দমনে বিশেষ পরিকাঠামো গড়ে তোলা হচ্ছে। এর আওতায় প্রায় ৬ কোটি টাকা খরচ করে আধুনিক প্রযুক্তিসমৃদ্ধ সাইবার অপরাধ তদন্ত ল্যাবরেটরি গড়ে তোলা হবে। পাশাপাশি তদন্তের নানা পরিকাঠামোও ঢেলে সাজা হবে। নির্ভয়া তহবিলের আওতায় এই প্রকল্প গড়ে তোলা হবে। ইতিমধ্যেই অত্যাধুনিক ডিজিটাল ফরেনসিক যন্ত্রপাতি সরবরাহ ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ই-টেন্ডার ডাকা হয়েছে। এই প্রকল্পের লক্ষ্য পুলিশের ডিজিটাল তদন্ত পরিকাঠামো আধুনিকীকরণ ও জাতীয় ফরেনসিক ডেটা সেন্টারের সঙ্গে সমন্বয় গড়ে তোলা।

ওই কেন্দ্রে যৌন অপরাধে অভিযুক্তদের তথ্যভাণ্ডার সংরক্ষিত থাকবে। কলকাতা ছাড়াও ভোপাল, গুয়াহাটি ও পুনের কেন্দ্রীয় ফরেনসিক বিজ্ঞান পরীক্ষাগারের আধুনিকীকরণের কাজের সঙ্গেই সমান্তরালে চলবে। টেন্ডার নথিতে উল্লেখ করা হয়েছে, সাইবার অপরাধ তদন্ত ল্যাব ও সাইবার নজরদারি, সুরক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম উন্নয়নের পাশাপাশি ব্যাকআপ পরিকাঠামো তৈরি করা হবে, যাতে নির্ভয়া প্রকল্পের অধীনে নারীদের সাইবার নিরাপত্তা আরও জোরদার করা যায়। টেন্ডার জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১৭ নভেম্বর। এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত সরঞ্জাম তালিকায় রয়েছে একাধিক হাই-টেক ফরেনসিক যন্ত্র, যার দাম প্রায় ৫৬ লক্ষ টাকা পর্যন্ত।

বিশেষ দিনে বাংলা ছবি মুক্তি নিয়ে অভিনব সিদ্ধান্ত নিল টলিউড

প্রতিবেদন : উৎসবের মরশুম অথবা বছরের বিশেষ দিনগুলোতে ছবি মুক্তি নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত নিল টলিপাড়া। বাংলা ছবির স্বার্থে বুধবার কীভাবে সিনেমা মুক্তি পাবে তা নিয়ে ফেডারেশন সভাপতি স্বরূপ বিশ্বাস, ইমপার সভাপতি পিয়া সেনগুপ্ত এবং রাজ্য সরকারের গঠিত বিশেষ স্ক্রিনিং কমিটির বৈঠকে এক অভিনব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গের সব সিনেমা হলে বাংলা সিনেমাকে প্রাধান্য দিয়ে প্রাইম টাইম শো দেওয়ার ঘোষণা আগেই হয়েছে। মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে গোটা বছরে বাংলা ছবির মুক্তির জন্য ১১টি বিশেষ দিন নির্দিষ্ট করা হবে। এর মধ্যে থাকছে নেতাজির জন্মদিন, সরস্বতী পুজো, বাঙালির পয়লা বৈশাখ, মে মাসের দুটি পর্যায় অর্থাৎ যে সময় গরমের ছুটি থাকবে (১-১৫ মে ও ১৫-৩১ মে,), ইদ, স্বাধীনতা দিবস, দুর্গাপুজো, কালীপুজো এবং বড়দিন। নিয়ম অনুসারে যে প্রযোজনা সংস্থা বছরে ছটি বড় ছবি নিয়ে আসবে তাদের বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হবে। তারা চারটি উৎসবের দিনে মুক্তির সুযোগ পাবে। এক বছরে চারটি ছবি করলে সেক্ষেত্রে দুটি উৎসবের দিন মিলবে মুক্তির জন্য। আর যে প্রযোজকরা ২ বা ৩টি ছবি তৈরি করবেন তাঁরা সিনেমা রিলিজের জন্য তালিকা অনুযায়ী যে কোনও একটা বিশেষ মরশুম পাবেন। নতুন নিয়মে শর্ত রাখা হয়েছে, কোনও বড় প্রযোজনা সংস্থা নির্দিষ্ট উৎসবের ছবি মুক্তির দিনগুলির আগে বা পরে টানা ১৪ দিনের মধ্যে, তাঁদের নতুন ছবি রিলিজ করতে পারবেন না। এই সিদ্ধান্তের মাধ্যমে একদিকে যেমন বেশি ছবি করার ব্যাপারে প্রযোজক-পরিচালকদের উৎসাহ দেওয়া হবে, আর একই সময়ে একাধিক ছবি মুক্তির জট কাটবে।

■ সাংবাদিক সম্মেলনে ফেডারেশন সভাপতি স্বরূপ বিশ্বাস। রয়েছেন পিয়া সেনগুপ্ত, নিসপাল সিং, অঙ্কুশ-সহ আরও অনেকে। বুধবার।

■ বেলেঘাটার ৩৫ নং ওয়ার্ডে জয় মাতাদি স্পোর্টিং ক্লাবের জগদ্ধাত্রী পুজোর উদ্বোধনে বিধায়ক পরেশ পাল, প্রাক্তন সাংসদ কুণাল ঘোষ, অভিনেতা আবির চট্টোপাধ্যায়, অভিনেত্রী ইধিকা পাল, মৃত্যুঞ্জয় পাল, রাজু নস্কর, রাজু সেন, প্রাক্তন ফুটবলার অ্যালভিটো ডি'কুনহা প্রমুখ।

পার্ক স্ট্রিট খুনে ওড়িশা থেকে গ্রেফতার দুই

প্রতিবেদন : কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের আরও এক সাফল্য। ভিন রাজ্য থেকে গ্রেফতার করা হল পার্ক স্ট্রিটের খুনের মূল দুই অভিযুক্তকে। টানা তল্লাশির পর বুধবার তাদের গ্রেফতার করেছে কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা দফতর। এখন খুনের কারণ অনুসন্ধান করার চেষ্টা করছে পুলিশ। কী কারণে ওই ব্যক্তিকে খুন করা হল, এই নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করছে গোয়েন্দা দফতর। লালবাজারে গুন্ডা দমন শাখার আধিকারিকরা জানিয়েছেন, বুধবার ওড়িশা থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে মূল দুই অভিযুক্তকে। তাদের নাম, শক্তিকান্ত বেহার এবং সন্তোষ বেহার। গত ২২ অক্টোবর পার্ক স্ট্রিটের রফি আহমেদ কিদোয়াই রোডের একটি হোটেলের ঘর থেকে উদ্ধার হয় রাহুল লাল নামে এক যুবকের দেহ।

■ টালিগঞ্জের ১১৪ নং ওয়ার্ডে অরবিন্দ পার্ক যুবকবৃন্দের জগদ্ধাত্রী পুজোর ২৫তম বর্ষের সূচনায় মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। ছিলেন বরো চেয়ারম্যান তারকেশ্বর চক্রবর্তী, পুর প্রতিনিধি অনিতা কর মজুমদার, গোপাল রায় ও বিশ্বজিৎ মণ্ডল।

মহিলার মৃত্যু

সংবাদদাতা, চন্দননগর : ঠাকুর দেখতে বেরিয়ে বাইকের ধাক্কায় মর্মান্তিক মৃত্যু এক মহিলার। বুধবার সকালে চন্দননগর কলুপুকুরে জগদ্ধাত্রী পুজোর মণ্ডপের সামনে এই দুর্ঘটনা ঘটে। মণ্ডপের সামনে তাদের বাইকে একটি লরি ধাক্কা মারে।

শহরে তল্লাশি

প্রতিবেদন : ভোট যত এগিয়ে আসছে, বাড়ছে ইডি তল্লাশির মাত্রা। ফের শহর জুড়ে তল্লাশি চালাল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। তারাতলা ও লেকটাউনে ব্যবসায়ীর বাড়ি থেকে বিপুল পরিমাণ টাকা ও সোনা উদ্ধার করা হয়। এরপর লেকটাউনের অফিসে হানা দিয়ে সোনাও উদ্ধার করেন তদন্তকারীরা। ব্যবসায়ীকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

আইএসআই সরানোর চক্রান্ত চলছে : পূর্ণেন্দু বসু

প্রতিবেদন : আধুনিকতাকে ভর করে এগিয়ে চলেছে প্রযুক্তি। প্রযুক্তির অত্যাধুনিক সংস্করণে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সাধারণ জীবনযাত্রার উন্নতিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিতে শুরু করেছে। এর নেপথ্যে রয়েছে বহু গবেষণা। ১৯৭০-এর দশকে দেশের প্রথম আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স সম্পর্কিত গবেষণা চালু হয় তিনটি গবেষণা কেন্দ্রে। যাদের মধ্যে অন্যতম ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিকাল ইনস্টিটিউট। এখন এই সংস্থার হেডকোয়ার্টার কলকাতা থেকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কেন্দ্রীয় চক্রান্ত চলছে। সেই চক্রান্তের বিরুদ্ধে গর্জে উঠলেন ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কাউন্সিল অফ টেকনিক্যাল অ্যান্ড ভোকেশনাল এডুকেশন স্কিল

■ আইএসআইয়ের অনুষ্ঠানে পূর্ণেন্দু-সহ অন্যরা।

ডেভেলপমেন্টের চেয়ারপার্সন প্রাক্তন মন্ত্রী পূর্ণেন্দু বসু। ১৯৫৯ সালের আইন বদলে আইএসআইকে কলকাতা থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার চক্রান্ত শুরু হয়েছে। বাংলার মেধা ও কৃতিত্বের প্রশংসা করার পরিবর্তে প্রত্যেকবার অসহযোগিতা এবং বৈষম্যমূলক আচরণ করেছে কেন্দ্র। শিক্ষা ও গবেষণার সব প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র নিজের আয়ত্তে আনতে চাইছে। স্বতন্ত্রতা এবং স্বায়ত্তশাসনের পরিসরকে কমিয়ে দিয়ে রাজ্যের ভূমিকা খর্ব করার চক্রান্ত চলছে। পূর্ণেন্দুর সংযোজন, সফট কম্পিউটিং রিসার্চ সম্পর্কে অনেকেই বিস্তারিত জানেন না। ১৯৮০ দশকে সফট কমপিউটিং নিয়ে গবেষণা শুরু হয়। ২০০৪ সালে সেন্টার ফর সফট কম্পিউটিং রিসার্চ প্রতিষ্ঠিত হয়। তার কুড়ি বছর পূর্তি উপলক্ষে বুধবার আইএসআই কলকাতার অডিটোরিয়ামে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিষয়ক সিম্পোজিয়ামের আয়োজন। উপস্থিত ছিলেন পূর্ণেন্দু বসু, মন্ত্রী উজ্জ্বল বিশ্বাস, অধ্যাপক ড. আশিস ঘোষ, প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক ড. শংকর পাল।

যাদবপুরের পড়ুয়ার রহস্যমৃত্যু

প্রতিবেদন : ছেলেকে নিয়ে ট্রেনে করে বাঁকুড়ায় বাড়ি ফিরছিলেন মা। এর মাঝে ট্রেনে শৌচালয় যান মা। ফিরে এসে দেখেন ছেলে নেই। অবশেষে কংসাবতী নদী থেকে উদ্ধার হল সেই ছেলের নিথর দেহ। গোটা ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মৃতের নাম, সোহম পাত্র (২০)। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র সে। মঙ্গলবার মায়ের সঙ্গে ট্রেনে করে বাঁকুড়ায় বাড়িতে ফিরছিল সোহম। হাওড়া-আদ্রা শিরোমণি এক্সপ্রেস ট্রেন ধরে মা ও ছেলে বাড়ি ফিরছিলেন। জানা গিয়েছে ট্রেনটি কাঁসাই হল্টের কাছে খানিকটা গতি কমিয়ে দিয়েছিল। সেই সময় মা শৌচালয়ে যায়। কিন্তু ফিরে এসে দেখে ছেলে যথাস্থানে নেই। বাকি যাত্রীদের জিজ্ঞেস করলে তারা বলেন সোহমকে দরজার দিকে যেতে দেখেছে। এরপর তন্ন তন্ন করে খুঁজেও ছেলের খোঁজ মেলেনি এমনকী ফোনেও পাওয়া যায়নি। এরপর গোটা বিষয়টি সোহমের বাবাকে জানালে তিনি তৎক্ষণাৎ মেদিনীপুর স্টেশনে চলে আসেন। পুরো ঘটনাটি জানানো হয় রেল পুলিশকে। নিখোঁজ ডায়েরিও করা হয়।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

পুরাতন মালদহের যাত্রাডাঙার পোপরা গ্রামে নেমে এল মৃত্যুর ছায়া। মঙ্গলবার গভীর রাতে বাড়ির বাইরে শৌচাগারে যেতে গিয়ে চন্দ্রবোড়া সাপের ছোবলে প্রাণ হারালেন ঝোপে মুর্মু নামে এক শ্রমিক

আমার বাংলা
30 October, 2025 • Thursday • Page 7 || Website - www.jagobangla.in

দুধিয়ার অস্থায়ী সেতুতে শুরু বাস চলাচল

■ বাস চলাচল পরিদর্শনে এনবিএসটিসির চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায়।

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : কথা রেখেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৬ দিনের মধ্যে সেতু তৈরি করে চালু হয়েছে দুধিয়ার অস্থায়ী সেতু। ট্রায়াল রান সফল করে সোমবার থেকেই শুরু হয়েছে গাড়ি চলাচল। বুধবার থেকে ওই সেতু দিয়ে শুরু হল বাস চলাচল। এদিন বাস চলাচল সরেজমিনে দেখতে উপস্থিত ছিলেন এনবিএসটিসির চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায়। তিনি জানান, এত দিন মিরিক থেকে শিলিগুড়ি যাওয়ার পথ বিচ্ছিন্ন ছিল তবে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নতুন করে বেইলি ব্রিজ তৈরি করে দিয়েছেন ২২ দিনের রেকর্ড সময়ে, আর সেই কারণেই সেই সেতুর উপর দিয়ে শিলিগুড়ি-মিরিক রুটে দীর্ঘ ২৪ দিন পর গাড়ি চালানো শুরু করা হল বুধবার থেকে। এখন থেকে যাত্রী সাধারণের সুবিধার্থে প্রতিদিন তিনটি গাড়িতে মোট ছটি ট্রিপে পরিষেবা প্রদান করা হবে। সেক্ষেত্রে পর্যটকেরা নানান অজানা বৈচিত্র্যের গ্রাম ভ্রমণ করতে পারবেন। তিনি আরও জানান বুধবার আমি এবং ডিভিশনাল ম্যানেজার সেই দুধিয়া ব্রিজের উপর দাঁড়িয়ে আমাদের গাড়ি চলাচল দেখলাম ও যাত্রী-সহ চালক-পরিচালকদের সাথে কথা বললাম। সকলে ভীষণ আপ্লুত। মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সকলে ধন্যবাদ জানালেন।

প্রসঙ্গত, মিরিক রুট প্রায় ২০ দিন বন্ধ ছিল দুধিয়া সেতু ভেঙে যাওয়ায়। মুখ্যমন্ত্রী কথা দিয়েছিলেন অল্প সময়ের মধ্যেই আস্থায়ী সেতু নির্মাণ করে দেবেন। সেই অনুযায়ী ২৭ অক্টোবর থেকে ছোট গাড়ির যাতায়াত শুরু হয়েছিল। বুধবার উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের তরফে অস্থায়ী সেতু দিয়ে চালানো হল সরকারি বাস।

নাম বাদ পড়ছে ভোটারদের প্রতিবাদে পথে নামল তৃণমূল

■ বাণেশ্বরে মিছিলের নেতৃত্বে জেলাসভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক।

সংবাদদাতা, কোচবিহার : এসআইআরের নামে তালিকা থেকে বাদ পড়ছে ভোটারদের নাম। শুধু তাই নয়, আতঙ্কে ঘটছে একের পর এক মর্মান্তিক ঘটনাও। ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর নিয়ে আতঙ্কের কারণে বুধবার কীটনাশক খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন কোচবিহারের বুড়িরহাট ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের জিতপুর এলাকার বাসিন্দা খাইরুল সেখ। বর্তমানে তিনি চিকিৎসাধীন। এছাড়াও অনেকের নাম তালিকা থেকে বাদ পড়েছে বলে জেলাশাসকের দফতরে জমা পড়েছে অভিযোগ। এসবের প্রতিবাদে বুধবার পথে নামল তৃণমূল। কোচবিহার ২ ব্লকের বাণেশ্বরে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এই মিছিল করা হয়। উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের জেলাসভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক, শুভঙ্কর দে-সহ দলের নেতৃত্বরা। এদিকে ভোটার তালিকায় নাম নেই একই অঞ্চলের প্রায় অর্ধেকের বেশি মানুষের। ঘটনাটি ঘটেছে কোচবিহার ২ ব্লকের খাপাইডাঙ্গা অঞ্চলের। এমনই চাঞ্চল্যকর অভিযোগ তুলে কোচবিহার জেলাশাসক দফতরে হাজির বাসিন্দাদের অনেকে। তাঁদের অভিযোগ, এই ঘটনার পিছনে বিরোধীদলের চক্রান্ত রয়েছে। গত লোকসভা নির্বাচনেও তাঁরা ভোট দিয়েছেন। কোচবিহার জেলাশাসক দফতরে হাজির হয়ে এই বিভ্রাট মেটাতে দাবি তোলেন। মিছিলে তৃণমূলের সঙ্গে যোগ দেন অসংখ্য সাধারণ মানুষও। বিজেপির এই চক্রান্তের জবাব সাধারণ মানুষ দেবেন বলে জানান তাঁরা।

অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত সর্বস্ব দুই পরিবারের পাশে মন্ত্রী

■ ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে মন্ত্রী তাজমুল হোসেন।

সংবাদদাতা, মালদহ : মালদহের হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বর ব্লকের লক্ষ্মণপুর গ্রামে মঙ্গলবার গভীর রাতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে মুহূর্তে ছাই হয়ে গেল দুই পরিবারের সর্বস্ব। রাতের আঁধারে লেলিহান আগুনে ভস্মীভূত হল ঘর-বাড়ি, ধান, চাল, পাট, এমনকী গবাদি পশুও। সর্বহারা দুই পরিবারের পাশে দাঁড়ালেন মন্ত্রী তাজমুল হোসেন। বুধবার সকালে ঘটনাস্থলে পৌঁছন মন্ত্রী। দুই পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন। তাঁদের হাতে তুলে দেন প্রয়োজনীয় সামগ্রী। এ-ছাড়াও যেকোনও প্রয়োজনে পাশে থাকার কথা দেন। মন্ত্রী বলেন, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে প্রশাসনের তরফে সাহায্য করা হবে। স্থানীয়দের মতে, মন্ত্রীর উপস্থিতিতে বিপর্যস্ত পরিবার কিছুটা সাহস পেয়েছে।

ডিএম-কে বিদায়সংবর্ধনা

সংবাদদাতা, মালদহ : শুধু কর্মক্ষেত্র নয়, আবেগের এক অমূল্য অধ্যায় হয়ে রইল মালদহ— এমনই অনুভূতি নিয়ে বিদায় নিলেন জেলার জনপ্রিয় জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া। বুধবার মালদহ জেলা পরিষদের সভাগৃহে এক আবেগঘন পরিবেশে তাঁকে সংবর্ধনা জানালেন জেলা পরিষদের আধিকারিক ও জনপ্রতিনিধিরা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মালদহ জেলা পরিষদের সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষ, অতিরিক্ত জেলাশাসক সেখ আনসার আহমেদ, কর্মাধ্যক্ষ কবিতা মন্ডল, রেজিনা মুর্মু, আব্দুর রহমান, ফজলুল হক ও সদস্যা প্রতিভা সিং-সহ অন্যরা। বিদায়ী জেলাশাসকের হাতে পুষ্পস্তবক, স্মারক ও মানপত্র তুলে দিয়ে সকলেই তাঁর নিষ্ঠা, কর্মদক্ষতা ও মানবিক নেতৃত্বের প্রশংসা করেন।

■ নীতিন সিংহানিয়ার হাতে তুলে দেওয়া হল পুষ্পস্তবক। স্মৃতিচারণে মালদহে কাটানো দিনগুলি বর্ণনা করলেন বিদায়ী জেলাশাসক।

নর্দমা থেকে উদ্ধার পিস্তল

সংবাদদাতা, মালদহ : নর্দমা থেকে উদ্ধার হল পিস্তল। বুধবার সকালে গাজোলের বিদ্রোহী মোড়ের ঘটনা। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, নিয়মিত পরিষ্কারের কাজ চলাকালীনই ওই ভারী বস্তুটি নজরে আসে কর্মীদের। ধুয়ে ফেলতেই বোঝা যায় সেটি আসলে একটি পিস্তল। খবর ছড়াতেই ভিড় জমে যায় আশপাশে। কেউ বলছেন আসল বন্দুক কেউ আবার খেলনা অস্ত্র-শুরু হয় জোর জল্পনা। নর্দমা থেকে পিস্তল উদ্ধার হওয়ায় এলাকায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়ায়। খবর পেয়েই পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পিস্তলটি উদ্ধার করে। প্রাথমিক অনুমান, অস্ত্রটি দীর্ঘদিন কাদায় পড়ে ছিল। আসল না নকল তা জানতে ফরেনসিক পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে। পুলিশ সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখছে-কে বা কারা অস্ত্রটি সেখানে ফেলল তা খুঁজে বের করার চেষ্টা চলছে। কোথা থেকে এই পিস্তল এল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

মন্থার প্রভাবে বৃষ্টি, বিপর্যয় মোকাবিলায় প্রস্তুত প্রশাসন

■ জলপাইগুড়ির বাসিন্দাদের সচেতন করতে চলছে প্রচার।

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : ঘূর্ণিঝড় মন্থার প্রভাবে ফের বৃষ্টির সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে জলপাইগুড়ি জেলায়। ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকার ও জেলা প্রশাসন সর্বোচ্চ সতর্কতা জারি করেছে। সম্প্রতি ঘটে যাওয়া ভয়াবহ বন্যার ক্ষতচিহ্ন এখনও রয়ে গেছে বহু এলাকায়, বহু মানুষ এখনও অবস্থান করছেন সরকারি ত্রাণ শিবিরে। এই পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকারের তরফে নেওয়া হয়েছে একাধিক সতর্কতামূলক পদক্ষেপ। আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, জেলার বেশ কিছু অংশে আগামী কয়েকদিন ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। সেই কারণে জারি করা হয়েছে হলুদ সতর্কতা। বুধবার সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আকাশ মেঘলা থাকলেও বৃষ্টি হয়নি। তবুও হাওয়া অফিসের সতর্কতা পেতেই প্রশাসন মাঠে নামে। বিভিন্ন বন্যাকবলিত এলাকায় মাইকিংয়ের মাধ্যমে মানুষকে সতর্ক করার প্রচার শুরু হয়, বিশেষত নাগরাকাটা, বানারহাট থেকে শুরু করে ধূপগুড়ি, ময়নাগুড়ি-সহ একাধিক ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলে এই প্রচার চলে। জেলা সাধারণ সম্পাদক রাজেশকুমার সিং বলেন, আবহাওয়া দফতরের সতর্কতা পেতেই বিভিন্ন জায়গায় মাইকিং শুরু করা হয়েছে। জেলা প্রশাসন থেকে যেভাবে নির্দেশ আসবে, সেভাবেই কাজ করার জন্য বলা হয়েছে সিভিল ডিফেন্স থেকে শুরু করে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীকে। এছাড়াও যে সমস্ত মানুষ এখনও সরকারি ত্রাণ শিবিরে রয়েছেন, তাদের ওপর বিশেষ নজর রাখা হচ্ছে। ২৪ ঘণ্টা একাধিক প্রতিনিধি প্রতিটি ত্রাণ শিবিরে আছেন মানুষের সমস্যা সমাধানের জন্য। প্রশাসনের দাবি, যে কোনো ধরনের বিপর্যয় মোকাবিলায় দমকল, সিভিল ডিফেন্স ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা দপ্তর সম্পূর্ণ প্রস্তুত। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলিতে বাড়তি নজরদারি চালানো হচ্ছে।

পথ দুর্ঘটনায় শিক্ষকের মৃত্যু

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : জাতীয় সড়কে লরির সঙ্গে ব্যক্তিগত গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু এক শিক্ষকের। ঘটনাটি বুধবার কালচিনি ব্লকের পোরো সংলগ্ন ৩১/সি জাতীয় সড়কে। মৃতের নাম হিরোজ মন্ডল (৪৫)। তিনি পশ্চিম সাতালির বাসিন্দা ছিলেন এবং আলিপুরদুয়ার হিন্দি হাইস্কুলের ক্রীড়াশিক্ষক ছিলেন।

বুধবার জাতীয় সড়ক হয়ে যাওয়ার পথে একটি কন্টেনার লরির সঙ্গে তাঁর গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষে গাড়িটি দুমড়েমুচড়ে যায়। মৃতদেহ উদ্ধার করে তদন্ত শুরু করেছে কালচিনি থানার পুলিশ। শিক্ষকের মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া।

আমার বাংলা
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
30 October, 2025 • Thursday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in

মোক্ষম জবাব বিরোধীদের ▪ এ-পর্যন্ত ১৯০০ চাকরি দেউচায় জমিদাতাদের

ফের ৪৭ পরিবারকে নিয়োগপত্র রাজ্যের

▪ নিয়োগপত্র তুলে দিচ্ছেন অনুব্রত মণ্ডল ও জেলাশাসক বিধান রায়।

▪ জেলা পুলিশের তরফে নিয়োগপত্র তুলে দেওয়া হয় জমিদাতাদের।

▪ জোরকদমে কাজ চলছে দেউচা-পাঁচামির কয়লা শিল্পাঞ্চলে।

সংবাদদাতা, সিউড়ি : ফের বিরোধীদের মুখের উপর জবাব দিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের প্রকল্প দেউচা-পাঁচামি কয়লাশিল্পে নিয়োগপত্র তুলে দেওয়া হল বুধবার। সিউড়ি প্রশাসনিক কার্যালয়ে দেউচায় জমিদাতা ৪৭টি পরিবারের হাতে গ্রুপ ডি পদের নিয়োগপত্র তুলে দিলেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য গ্রামীণ উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান অনুব্রত মণ্ডল ও বীরভূমের জেলাশাসক বিধান রায়। এখনও অবধি দেউচার জমিদাতা প্রায় ১৯০০ জনকে সরকারি চাকরির নিয়োগপত্র দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, তৃতীয়বার মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পরই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেছিলেন, এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম কয়লাশিল্প গড়ে উঠবে বীরভূমের মাটিতে। সেই সময় রাজ্যের বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণাকে নিয়ে উপহাস করেছিল। পাশাপাশি বাংলার মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য দিনের পর দিন অপপ্রচারমূলক প্রচার চালিয়ে গেছে রাম ও বামেরা। জেলাশাসক বিধান রায় জানান, দেউচা কয়লাশিল্পের কাজ দ্রুতগতিতে চলছে। রাজ্য মন্ত্রিসভায় সাড়ে ৪ হাজারের মতো সরকারি চাকরির ফর্ম পাঠানো হয়েছে। ধাপে ধাপে জমিদাতা পরিবারদের সদস্যরা নিয়োগপত্র পাবেন। কয়লা উত্তোলনের কাজের যে অগ্রগতি তা সমান তালে চলতে থাকবে। এই শিল্প বাস্তবায়িত করার ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশমতো জেলা প্রশাসন ও দলের নেতা-কর্মীরা সকলে একসঙ্গে কাজ করছেন।

রীতি মেনে আজও মিশ্রবাড়িতে হয় চারশো বছরের প্রাচীন জগদ্ধাত্রী পুজো

তুহিনশুভ্র আগুয়ান • তমলুক

পুজোর বয়স কত তা অনেকেরই অজানা। কিন্তু পূর্বপুরুষদের হাত ধরে চালু হওয়া তমলুকের হরশঙ্কর গ্রামের শতাব্দীপ্রাচীন মিশ্রবাড়ির জগদ্ধাত্রী পুজোয় আজও মেতে ওঠেন গোটা গ্রামের মানুষ। পুজোর কয়েকদিন বাড়ির উঠোনজুড়ে তৈরি হয় মিলনোৎসবের আবহ। সকাল থেকে রাত অব্দি কাঁসর-ঘণ্টার মধুর ধ্বনিতে ভোরে ওঠে গ্রাম। জানা যায়, হরশঙ্কর গ্রামের এই পুজোর বয়স কমপক্ষে ৪০০ বছর। মিশ্র পরিবারের সাত পুরুষের বেশি এই পুজো চালিয়ে আসছেন। এই পুজোর সঙ্গে তমলুকের রাজ পরিবারেরও যোগসূত্র রয়েছে। হরশঙ্কর গ্রামের এই মিশ্র পরিবার আদতে মিলননগরের খামারচকের বাসিন্দা ছিলেন। কয়েকশো বছর আগে তমলুকের রাজা আনন্দনারায়ণ রায় মিলননগর থেকে মিশ্রবাড়ির তৎকালীন সদস্যদের এই গ্রামে নিয়ে আসেন। কারণ হিসেবে অনেকে বলেন, রাজা আনন্দনারায়ণ একদিন স্বপ্নাদেশে শালগ্রাম শিলা পুজোর আদেশ পান। এরপরেই তিনি পুজোর উদ্যোগ নেন। পুজোর জন্য ব্রাহ্মণ না পাওয়ায় কানে আসে মিলননগরের মিশ্র পরিবারের কথা। সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁদের ডেকে পাঠান। এমনকী তাঁদের বসবাসের জন্য হরশঙ্কর গ্রামে বিপুল পরিমাণ সম্পত্তিও দেন। এরপর থেকেই ওই পরিবারের বসবাস এই গ্রামে। তাঁদের হাত ধরেই শুরু হয় শালগ্রাম শিলার পুজো। তবে মিশ্রবাড়ির ব্রাহ্মণদের ইষ্ট দেবী জগদ্ধাত্রী। পরিবারের তৎকালীন সদস্যরা মিলননগরের না ফিরে এখানেই জগদ্ধাত্রী পুজো শুরু করেন। সেই সময় রাজ পরিবারের সদস্যরাও পুজোয় আসতেন। এখন আগের মতো আড়ম্বর না থাকলেও প্রাচীন সমস্ত রীতিনীতি মেনেই চলেন মিশ্রবাড়ির সদস্যরা। দেবী জগদ্ধাত্রীর দালান থেকে কিছুটা দূরেই শালগ্রাম শিলার মন্দির। সেখানেও নিয়মিত পুজো হয়। তমলুক রাজ পরিবারের বর্তমান সদস্য দীপেন্দ্রনারায়ণ রায় বলেন, আমাদের রাজ পরিবারের হাত ধরে ওখানে মিশ্রবাড়ির আগমন। তখন ওখানে শালগ্রাম শিলা প্রতিষ্ঠা করা হয়। সেই শিলা পুজো করতেন মিশ্রবাড়ির সদস্যরা। তাঁরাই এখন জগদ্ধাত্রী পুজো করেন। অষ্টমীর দিন প্রথমে হয় দেবীর নিরামিষ ভোগ। তাতে থাকে আতপ চালের ভাত, বিভিন্ন ভাজা ও মিষ্টি। অষ্টমী ও নবমীর সন্ধিক্ষণে হাঁস ও ছাগলবলি হয়। প্রায় ১৩ ঘণ্টা ধরে চলে মূল পুজো। দশমী পর্যন্ত চলে ভোগপর্ব। মিশ্র পরিবারের সদস্য পঞ্চানন মিশ্র বলেন, গ্রাম থেকেও অনেকে মায়ের জন্য হাঁসবলি দিতে আনেন। সেই সমস্ত বলির মাংস পরের দিন ভোগ হিসেবে গোটা গ্রামের মানুষ গ্রহণ করেন।

▪ তমলুকে হরশঙ্কর গ্রামে মিশ্রবাড়ির জগদ্ধাত্রী প্রতিমা।

বিএলও-দের নিয়ে কমিশনের রাজনীতি, স্পষ্ট জবাব ব্রাত্যর

প্রতিবেদন : ১৪৩ জন বিএলও অর্থাৎ শিক্ষক কাজে যোগ দেননি বলে কমিশনের পক্ষ থেকে একটি অভিযোগ সংবাদমাধ্যমে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ছড়ানো হচ্ছে। বলা হচ্ছে, বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টার মধ্যে যদি তারা কাজে যোগ না দেন তাহলে নাকি সাসপেন্ড করা হবে! এ-প্রসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু স্পষ্ট ভাষায় রাজ্য সরকারের অবস্থান ব্যাখ্যা করেছেন। বলেছেন, নির্বাচন কমিশন একটি সাংবিধানিক সংস্থা। নির্বাচন প্রস্তুতি সংক্রান্ত কাজে রাজ্য সরকার, বিদ্যালয় শিক্ষা এবং উচ্চ শিক্ষা বিভাগ নিয়ম মেনেই পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করে। বিএলও-সংক্রান্ত সুস্পষ্ট নির্দেশিকা বা কোনওরকম যোগাযোগ এখনও পর্যন্ত শিক্ষা বিভাগের সঙ্গে করা হয়নি। যদি লিখিতভাবে কমিশনের তরফ থেকে শিক্ষা বিভাগের কাছে কোনও নির্দেশিকা আসে তাহলে অবশ্যই খতিয়ে দেখে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। বাজার গরম করতে সংবাদমাধ্যমে এ-ধরনের প্রচার চালিয়ে বিভ্রান্তির চেষ্টা চলছে। কমিশনের তরফে কোনও চিঠি না পাওয়া পর্যন্ত এ-নিয়ে কোনও মন্তব্য করবে না শিক্ষা দফতর।

বাইক দুর্ঘটনায় মৃত্যু যুবকের

সংবাদদাতা, কাঁথি : মঙ্গলবার রাতে গভীর রাতে কালীপুজোর বিসর্জন দেখে ফেরার পথে বাইক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল জুনপুট কোস্টাল থানার বাড়বানতলিয়া এলাকার দীপক মাইতির (৩২)। বাড়ি চম্পাইনগর। রাত প্রায় বারোটা নাগাদ চম্পাইনগর ফেরার পথে আচমকা দ্রুতগতিতে বাইক নিয়ে একটি গাছে ধাক্কা মেরে তিনি পাশের ধানজমিতে ছিটকে পড়েন। গুরুতর জখম অবস্থায় কাঁথি মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করেন।

সোনার দোকান থেকে ২ লাখের হার নিয়ে চম্পট

সংবাদদাতা, চণ্ডীপুর : পাশাপাশি একটি রেস্টুরেন্ট এবং আরেকটি সোনার দোকান। দুটি দোকানের মালিকের সঙ্গেই দীর্ঘদিনের সম্পর্ক। সেই সম্পর্ককে হাতিয়ার করেই সোনার দোকান থেকে জোড়া সোনার হার নিয়ে পালাল এক প্রতারক। চণ্ডীপুরের এক সোনার দোকানে অভিনব কায়দার এই প্রতারণায় শোরগোল পড়ে গিয়েছে। প্রায় ২ লক্ষ টাকা দামের সোনার হার খুইয়ে মাথায় হাত স্বর্ণ ব্যবসায়ীর। জানা গিয়েছে, গত মঙ্গলবার বিকেলে সোনার দোকানের মালিক অক্ষয় কামিলা এবং তাঁর এক কর্মচারী দোকানে ছিলেন। সেই সময় আচমকা এক মাঝবয়সি ব্যক্তি এসে পাশের রেস্টুরেন্ট মালিকের ভাই হিসেবে পরিচয় দেয়। এরপরে ওই ব্যক্তি পকেট থেকে দুটি সোনার বালা বের করে জানায়, বালা দুটি বিক্রি করে হার কিনতে এসেছে। আগে তার স্ত্রীও নাকি ওই দোকান থেকেই কয়েকবার সোনাদানা কিনেছেন। দোকান মালিক সোনার হার দেখাতে শুরু করলে দুটি হার পছন্দ করে ওই ব্যক্তি। এরপর স্ত্রীকে পছন্দ করিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই আসছে বলে হার দুটি নিয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে যায়। যেহেতু পাশের রেস্টুরেন্টের মালিকের ভাই এবং যেহেতু তার আনা বালা জোড়া দোকানে রেখে যায় তাই দোকানের হার দুটি নিয়ে যেতে দেন মালিক। প্রায় আধ ঘণ্টা কেটে গেলেও ফিরে না আসায় সন্দেহ হয়। এরপর বালা জোড়া পরীক্ষা করে দেখেন সেগুলি আদতে নকল। মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে তাঁর। সিসি ক্যামেরার ফুটেজ থেকে ওই ব্যক্তির ছবির প্রিন্ট বের করে পাশের রেস্টুরেন্টে যান তিনি। রেস্টুরেন্ট মালিককে ছবিটি দেখালে তিনি জানান, এ তাঁর ভাই নয়। ইতিমধ্যে চণ্ডীপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন ওই ব্যবসায়ী।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

লাইসেন্সপ্রাপ্ত দোকান থেকে মদ সরিয়ে চড়া দামে বাইরে বিক্রির অভিযোগে মন্দারমণির মদের দোকানের ৪ কর্মীকে গ্রেফতার করে বুধবার কাঁথি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক ৬ দিনের পুলিশ হেফাজত দেন

আমার বাংলা
30 October, 2025 • Thursday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in
৯
৩০ অক্টোবর ২০২৫
বৃহস্পতিবার

জুয়ার ঠেক থেকে উদ্ধার ১০ লাখ ধৃত ৭ জুয়াড়ি

সংবাদদাতা, রানিগঞ্জ : জুয়া খেলার অভিযোগে ১০ লক্ষ টাকা-সহ ৭ জুয়াড়িকে গ্রেফতার করল রানিগঞ্জ থানার পুলিশ। মঙ্গলবার গভীররাতে রানিগঞ্জ থানা এলাকার বাঁশড়া অঞ্চলের একটি ধাবা থেকে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, জুয়ার বোর্ড থেকে ১০ লক্ষ ৩ হাজার ১০০ টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। একই সঙ্গে বাজেয়াপ্ত করা হয় জুয়া খেলার জন্য ব্যবহৃত প্লেয়িং কার্ড এবং মোবাইল ফোন। এদিনের এই অভিযানে পুলিশ সাতজনকে ওই ধাবা থেকে হাতেনাতে গ্রেফতার করে আসানসোল আদালতে পাঠায়।

নারীশক্তির মহাপ্রদর্শনীর সাক্ষী থাকল বিষ্ণুপুর

সব বিধানসভায় জিতব, চন্দ্রিমা

■ বিষ্ণুপুরে যদুভট্ট মঞ্চে তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের কর্মিসভায় রাজ্য সভানেত্রী মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। বুধবার।

সংবাদদাতা, বিষ্ণুপুর: বিষ্ণুপুরের যদুভট্ট মঞ্চে বুধবার অনুষ্ঠিত হল মহিলাদের শক্তির মূল দিদির তৈরি তৃণমূল কর্মসূচি। বিষ্ণুপুর তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের উদ্যোগে আয়োজিত ভিড়ে ঠাসা কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী ও রাজ্য তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। হাজার হাজার মহিলা কর্মীর উপস্থিতিতে যদুভট্ট মঞ্চ পূর্ণ হয়ে ওঠে। এদিনের সভা থেকে চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বিজেপির উদ্দেশে তীব্র কটাক্ষ করে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্প নিয়ে বিশদে বক্তব্য পেশ করেন। তিনি বলেন, বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলার অন্তর্গত সমস্ত বিধানসভায় আমরা জয়ী হব। এদিনের কর্মসূচিতে বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি, মহিলা সভানেত্রী, যুব সভাপতি, শ্রমিক সংগঠন সভাপতি ও একাধিক বিধায়ক-সহ জেলার তৃণমূল নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন। নারীশক্তির এক মহাপ্রদর্শনীর সাক্ষী থাকল বিষ্ণুপুর।

■ মৃত শ্রমিকের স্ত্রী-পুত্রের সঙ্গে পুরপ্রধান নাড়ুগোপাল মুখোপাধ্যায়।

বহরমপুরের বাড়িতে ফিরে দুশ্চিন্তায় মৃত্যু প্রৌঢ় শ্রমিকের

বাংলাদেশি আখ্যা দিয়ে তাড়িয়েছে দিল্লি পুলিশ

প্রতিবেদন : বহরমপুর দয়ানগরের শিবনগর রোডের বাসিন্দা একই পরিবারের তিন সদস্য দিল্লিতে পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ করতেন। বাংলায় কথা বলায় বাংলাদেশি তকমা দিয়ে দিল্লি থেকে তাঁদের তাড়িয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। প্রাণভয়ে স্ত্রী ও পুত্রকে নিয়ে পালিয়ে মুর্শিদাবাদের বাড়ি ফিরে এসেছিলেন সন্তোষ দাস। বাড়ি ফেরার পরই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয় সর্বস্বান্ত সন্তোষ দাসের (৫৫)। দিল্লির ঘটনার পর থেকেই তিনি মহাআতঙ্কে ভুগতেন বলে জানায় তাঁর পরিবার। সন্তোষ দাস দিল্লিতে প্রায় ১৫-২০ বছর রঙ মিস্ত্রির কাজ করতেন। কয়েক মাস ধরে বিজেপি-শাসিত রাজ্যগুলিতে বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর নির্যাতনের অভিযোগ উঠেছে। বাংলায় কথা বলার জন্য দিল্লি, হরিয়ানা, গুজরাত, উত্তরপ্রদেশ-সহ একাধিক রাজ্যে বাংলার শ্রমিকদের নির্যাতন করা হচ্ছে। বাংলাদেশে পুশব্যাক করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ। সন্তোষ দাসের পরিবারও দিল্লিতে নির্যাতনের শিকার হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। তাঁর স্ত্রী পাতা দাস দিল্লিতে পরিচারিকার কাজ করতেন। ছেলে মিঠুন দাস হাউসকিপিংয়ের কাজে যুক্ত ছিলেন। স্ত্রী ও সন্তানকে নিয়ে দিল্লির যমুনা বিহার এলাকায় বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকতেন সন্তোষবাবু। কিন্তু প্রায় আড়াই মাস আগে তাঁকে দিল্লি পুলিশ এই বলে ভয় দেখায় যে তাঁরা নাকি বাংলাদেশি। তাঁদের এলাকা ছাড়তে বলা হয়। সেই ভয়ে স্ত্রী-সন্তানকে নিয়ে বহরমপুরের বাড়ি ফিরে আসেন সন্তোষ। গত ১০ দিন আগে হঠাৎই বুকে ব্যথা অনুভব করায় তাঁকে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যালে ভর্তি করা হয়। পরে তিনি মারা যান। স্ত্রী-পুত্রের দাবি, বহরমপুরে ফিরে আসার পর থেকেই মুষড়ে ছিলেন তিনি। সংসার চালানো নিয়ে দুশ্চিন্তা করতেন। তারপরেই এই অঘটন। স্ত্রী পাতা দাস বলেন, সব বৈধ কাগজ থাকা সত্ত্বেও আমাদের বাংলাদেশি তকমা দেওয়া হয়। স্বামী চলে যাওয়ায় সব শেষ হয়ে গেল। তবে বহরমপুর পুরসভার চেয়ারম্যান পাশে দাঁড়িয়েছেন। জানা গিয়েছে, শ্রাদ্ধের কাজকর্মের জন্য পুরসভার তরফে আর্থিক সাহায্য করা হয়েছে। পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। পুরসভার চেয়ারম্যান নাড়ুগোপাল মুখোপাধ্যায় বলেন, বিজেপি বলছে ওরা মুসলিম-বিরোধী দল। অথচ সন্তোষ দাস হিন্দু। পরিবারটি অত্যাচারিত হয়ে বাড়ি ফিরেছেন। এর জবাব মানুষই দেবে।

■ বীরভূমের জেলাশাসক হিসেবে বুধবার দায়িত্ব নিলেন ধবল জৈন। তাঁকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন বিদায়ী জেলাশাসক বিধান রায়।

■ এসআইআর নিয়ে দলীয় কর্মীদের প্রশিক্ষণ দিলেন সিউড়ির বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরি।

■ বুধবার গোয়ালতোড়ে জগদ্ধাত্রীর উদ্বোধনে রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীকান্ত মাহাত, গড়বেতা ২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি দীনবন্ধু দে, গোয়ালতোড় থানার আইসি পলাশ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

■ বিশ্বমাতা মন্দিরে নিজের হাতে গড়া জগদ্ধাত্রী মূর্তির সামনে প্রতিষ্ঠাতা সমীরেশ্বর ব্রহ্মচারী।

অবসরপ্রাপ্ত ব্যাঙ্ককর্মীর অ্যাকাউন্ট থেকে গায়েব ৯ লক্ষ, অভিযোগ থানায়

সংবাদদাতা, তমলুক : বাড়ি বসেই হয়ে যাবে পেনশন সার্টিফিকেট আপডেট। প্রতারকদের অভিনব ফাঁদে পা দিয়ে এবার ৯ লক্ষ ৩৪ হাজার টাকা খোয়ালেন অবসরপ্রাপ্ত ব্যাংককর্মী নন্দন চক্রবর্তী। ইতিমধ্যে তমলুক থানায় লিখিত অভিযোগ করেছেন তিনি। তাঁর বাড়ি তমলুকের শহিদ মাতঙ্গিনী ব্লকের মহিষদা গ্রামে। কয়েকদিন আগে তিনি ফেসবুকে পেনশন সার্টিফিকেট আপডেটের একটি বিজ্ঞাপন দেখে সেখানে নিজের ফোন নম্বর দেন। ২১ তারিখ সেই নম্বরে অচেনা নম্বর থেকে ফোন করে বাড়ি বসেই পেনশন সার্টিফিকেট আপডেট করিয়ে দেওয়ার প্রলোভন দেখানো হয়। সেজন্য তাঁর থেকে ব্যাঙ্কের যাবতীয় ডিটেলস চাওয়া হয়। সেগুলি দেওয়ার পরেই হোয়াটসঅ্যাপে একটি লিঙ্ক পাঠায় প্রতারকেরা। সেই লিঙ্কে ক্লিক করতেই তাঁর অ্যাকাউন্ট থেকে তিন দফায় মোট ৯ লক্ষ ৩৪ হাজার টাকা গায়েব হয়ে যায়। এরপরেই প্রতারণার শিকার হয়েছেন বুঝে তিনি তমলুক থানায় লিখিত অভিযোগ জমা করেন। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে বলে জানান তমলুক থানার আইসি সুভাষচন্দ্র ঘোষ।

পরিবেশ বাঁচাও কর্মসূচিতে প্রান্তিক শিশুরা

প্রতিবেদন: হৃদয়পুর নব সোপান ও দিঘা বিজ্ঞানকেন্দ্রের যৌথ উদ্যোগে পরিবেশ বাঁচাও বিষয়ে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার হয় দিঘা বিজ্ঞানকেন্দ্র থেকে নিউ দিঘা সি বিচ পর্যন্ত। পরে পথনাটক পরিবেশনের মাধ্যমে মানুষকে সচেতন করা হল বুধবার। সংস্থার শিশুরা সি বিচ পরিষ্কারের কর্মসূচি পালন করে পর্যটকদের বার্তা দিতে যাতে পরিবেশ সুরক্ষিত রাখতে কেউ সমুদ্রপারে বা সমুদ্রে প্লাস্টিক জলের বোতল, চায়ের কাপ, আইসক্রিমের প্যাকেট না ফেলেন। বিজ্ঞানকেন্দ্রের প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর হেমলেট গুরিয়া জানান, সমাজের প্রান্তিক শ্রেণির শিশুদের এই বার্তা সকলে মেনে চললে সমুদ্রের প্রাণীরা ভাল থাকবে, পরিবেশ দূষণের মাত্রা কমবে।

কানপুরে বাংলার আদিবাসী যুবক খুনে হল এফআইআর

প্রতিবেদন: বাংলাভাষা ও বাঙালিদের প্রতি কেন্দ্রের স্বৈরাচারী বিজেপি সরকারের বিদ্বেষী মনোভাবে ডবল ইঞ্জিন রাজ্যগুলিতে বারবার হিংসার মুখে পড়ছেন বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকেরা। এর জেরে মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে বীরভূমের পথিক হেমব্রমের। এই ঘটনায় বীরভূমের পাঁড়ুই থানায় দায়ের হল এফআইআর। পথিকের মৃত্যুর পর দামোদরপুর গ্রামে তাঁর পরিবারের পাশে দাঁড়ান তৃণমূল নেতৃত্ব। সাংসদ সামিরুল ইসলামের নেতৃত্বে তৃণমূল কর্মীরা পথিকের খুনের বিচারের দাবি জানান। মঙ্গলবার পথিক হেমব্রমের দেহ উত্তর প্রদেশের কানপুর থেকে গ্রামের বাড়ি পৌঁছায়। এরপরই পাঁড়ুই থানায় পথিকের স্ত্রী সুরমিলা হেমব্রম অভিযোগ দায়ের করে জানান, কানপুরের গোবিন্দনগর থানার অজ্ঞাতপরিচয় কিছু ব্যক্তি খুন করেছে তাঁর স্বামীকে। তৃণমূল নেতৃত্ব সব রকমভাবে পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দেন।

মন্থা : ধান-আলুচাষে ক্ষতির মুখে চন্দ্রকোনা

সংবাদদাতা, চন্দ্রকোনা: পশ্চিম মেদিনীপুরের চন্দ্রকোনা ধান ও আলু চাষের গড় হিসাবে পরিচিত। প্রাকৃতিক দুর্যোগের আগাম সতর্কতায় মাঠ থেকে পাকা ধান কেটে ঝেড়ে গোছ করার তৎপরতা চলছিল। এখনও বিস্তীর্ণ এলাকার জমিতে পাকা ও কাঁচা ধান রয়ে গিয়েছে। তার মধ্যে মান্থার প্রভাবে জেলাজুড়ে শুরু হয় ঝড়বৃষ্টি। বুধবার দফায় দফায় ভারী বৃষ্টি হওয়ায় কপালে চিন্তার ভাঁজ কৃষকদের। কৃষকদের দাবি, ইতিমধ্যেই বৃষ্টি ও ঝোড়ো হাওয়ার জেরে জমিতে লুটিয়ে পড়েছে পাকা ও কাঁচা ধান গাছ। পিছিয়ে যাবে আলুচাষ। চন্দ্রকোনার সীতানগর, ঢলবাঁধ, পিয়ারডাঙা, ধামকুড়িয়া-সহ বেশ কিছু এলাকায় মাঠে ধান তুলে পোখরাজ আলুচাষের প্রস্তুতি শুরু হয়েছিল। বৃষ্টির জেরে সব প্রায় নষ্ট হয়ে যাবে।

হলদিয়ায় আয়কর দফতরের হানা

সংবাদদাতা, হলদিয়া : বুধবার দুপুরে শিল্পশহর হলদিয়ায় আচমকা আয়কর দফতরের হানায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। সকালে আয়কর বিভাগের দুটি টিম হলদিয়ার দুর্গাচক এবং এইচপিএল লিঙ্ক রোডের দুটি কারখানায় হানা দেয়। দীর্ঘক্ষণ কারখানার ভিতরে তল্লাশি চালান আয়কর অফিসারেরা। জানা গিয়েছে, এই দুটি কারখানা ব্যাটারি প্রস্তুত করে। এদিন একই সঙ্গে এদের কলকাতার প্রধান কার্যালয় এবং শ্যামনগর প্ল্যান্টেও হানা দেন আধিকারিকেরা। সন্ধ্যার পর কারখানা থেকে বেরোন আয়কর কর্তারা।

সরস মেলায় মাতল শৈলশহর

■ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রদীপ মজুমদার, অনীত থাপা-সহ অন্যরা। ডানদিকে, মেলা প্রাঙ্গণে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দেখতে হাজির স্থানীয়-সহ পর্যটকেরা।

প্রতিবেদন : শৈলশহর মেতে উঠেছে উৎসবের আমেজে। বুধবার বড়বাজারের পোস্তাবাজার মঞ্চ থেকে দার্জিলিংয়ে শুরু হওয়া সরস মেলারও উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দার্জিংলিংয়ে এই উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার, জিটিএ প্রধান অনীত থাপা-সহ নেতৃত্ব। নেপালি সংস্কৃতির ছোঁয়ায় মোড়া বর্ণাঢ্য র‍্যালি, অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়েই সূচনা হল মেলার। উপস্থিত বিভিন্ন স্কুলের পড়ুয়াও উপস্থিত ছিল। এই মেলাকে ঘিরে বসেছে বহু স্টল। ভিড় করেছেন স্থানীয়-সহ পর্যটকরাও। এই মেলায় রয়েছেন রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের হস্তশিল্পীরা। এই মেলাপ্রাঙ্গণে ২৫ থেকে ৩০টি স্টল থাকছে। ভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা শিল্পীরা তাঁদের নিজের হাতে তৈরি জিনিস নিয়ে এই মেলায় পশরা সাজিয়ে বসেছেন তাঁরা। দার্জিলিংকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরতে এই মেলার আয়োজন করা হয়েছে। এই মেলায় নানান কুটির শিল্পের পাশাপাশি চা, গরম বস্ত্র-সহ বিভিন্ন ধরনের স্টলও। উল্লেখ্য, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগেই পাহাড়ে প্রথম বসে সরস মেলা।

এই মেলাকে কেন্দ্র করেই এখন বহু মানুষের রোজগারের সুযোগ হয়েছে। চাঙ্গা হয়েছে পাহাড়ের অর্থনীতি। এই মেলা দেখতেই প্রতিবছর বহু পর্যটক আসেন। এই কারণে পাহাড়ের বাসিন্দারা ধন্যবাদ জানাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে।

এসআইআর আতঙ্কে আত্মহত্যা বিচার চেয়ে রায়গঞ্জে মিছিল

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ : এসআইআর আতঙ্কে পানিহাটিতে প্রদীপ করের মৃত্যুর ঘটনায় শোকসভা করল উত্তর দিনাজপুর জেলা তৃণমূল শ্রমিক সংগঠন। বুধবার রাতে রায়গঞ্জের উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার সম্মুখে এই শোক সভাটি করা হয়।

সেখানে মোমবাতি জ্বালিয়ে পাশাপাশি তোলা হয় 'জাস্টিস ফর প্রদীপ কর" স্লোগান। তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের নেতা কৌশিক দে বলেন, সারা দেশে অস্থির পরিস্থিতি তৈরি করছে মোদি সরকার। এসআইআর ও এনআরসি'র ভয়ে পানিহাটির প্রদীপ কর আত্মহত্যা করেছেন। সাধারণ মানুষের কাছে তারা এই বার্তা দেবেন যে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর ভরসা রাখুন। এদিনের এই শোকসভায় উপস্থিত ছিলেন শহর তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি তপন দাস-সহ শ্রমিক সংগঠনের অন্যান্য নেতৃত্ব।

■ হুগলির কানাইপুরে মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তীর বাড়ির জগদ্ধাত্রী পুজো।

নাম যেন বাদ না যায়

(প্রথম পাতার পর) এরপর মুখ্যমন্ত্রী সোশ্যাল মিডিয়ায় লেখেন, আমরা একসাথে উৎসব উদযাপন করি এবং আমাদের বৈচিত্র্যময় বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে সম্মান করি, রক্ষা করি। উৎসবের দিনে ত্রিভুবনের ধারণকর্ত্রী, কল্যাণময়ী মায়ের কাছে প্রার্থনা করি— সবার জীবন সুন্দর ও সুখ-সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ হোক। আলোর উৎসবে মনের অন্ধকার বিলীন হয়ে জাগ্রত হোক পবিত্রতা, সহমর্মিতা বোধ।

আবার আত্মহত্যার চেষ্টা

(প্রথম পাতার পর)
পরে এমজেএন হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। খবর পেয়েই হাসপাতালে পৌঁছন জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহকে খাইরুলের পরিবারের সঙ্গে দেখা করার নির্দেশ দেন। প্রৌঢ়ের পরিবারের দাবি, ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় নামের বানান ভুল থাকায় তা নিয়ে আতঙ্কে ছিলেন তিনি। কোচবিহারের ঘটনা নিয়ে কেন্দ্রের পদক্ষেপ প্রসঙ্গে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার তিনি পানিহাটির প্রদীপের বাড়িতে গিয়ে শোকার্ত পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন। সেখানে তিনি বলেন, শুধু প্রদীপই নন, এসআইআর করে এমন ভয়ের সঞ্চার হয়েছে নানা জায়গায়। আতঙ্কে চরম পদক্ষেপ করছেন মানুষ। দিনহাটায় এমন একটি ঘটনার খবর কানে এসেছে তাঁর। আত্মহত্যার চেষ্টা-করা ওই ব্যক্তি এখন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। কোচবিহারের পুলিশ সুপার সন্দীপ কাররা জানিয়েছেন, দিনহাটার বাসিন্দা খাইরুল বিষ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছেন। ভোটার তালিকায় নামের বানান ভুল থাকায় খাইরুল আতঙ্কে ছিলেন বলে প্রাথমিকভাবে জানতে পেরেছে পুলিশ। পুলিশ সুপার আরও জানিয়েছেন, গ্রামবাসীদের দাবি, খাইরুল এসআইআর ঘোষণার পর থেকে মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। আপাতত তিনি কোচবিহার জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এই নিয়ে উৎকণ্ঠায় ছিলেন তিনি। খবর পেয়েই এদিন খাইরুলকে দেখতে হাসপাতালে যান জেলাসভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক। তিনি বলেন, কেন্দ্রের বিজেপির এই পদক্ষেপ সাধারণ মানুষের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি করছে। চিকিৎসাধীন খাইরুল শেখ এদিন হাসপাতালের শয্যায় শুয়ে আতঙ্ক-ভরা ধরা গলায় বলেন, আমার নাম ভোটার তালিকায় আছে খইরু শেখ। এই নিয়ে আমি আতঙ্কে ছিলাম। তাই এই চিন্তা থেকে মুক্তি পেতে বিষ খেয়ে নিজেকে শেষ করে দিতে চেয়েছিলাম। জানা গিয়েছে, খাইরুলের স্ত্রী ও মানসিক ভারসাম্যহীন মেয়েকে নিয়ে দিনহাটার বাড়িতে থাকতেন তিনি। এর মধ্যে ভোটার তালিকায় নাম বিভ্রাটের জেরে তাঁর নাম এসআইআরে বাদ পড়ে যাবে কিনা তা নিয়ে আতঙ্কে ছিলেন তিনি।

তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র পার্থপ্রতিম রায় বলেন, এসআইআর ঘোষণার পরে তিনি আতঙ্কে ছিলেন। মেডিকেল কলেজের এমএসভিপির সঙ্গে কথা বলে শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিয়েছি। ২০০২ সালের তালিকায় নাম বিভ্রাট নিয়ে অনেকেই চিন্তায় আছেন। এরপরে আবার এনআরসি হবে কিনা তা নিয়ে চিন্তিত অনেকেই। খায়রুল শেখ যাতে দ্রুত সুস্থ হয় সেই অপেক্ষায় আমরা আছি।

জাস্টিস ফর প্রদীপ কর

(প্রথম পাতার পর)
রাস্তায় থাকব। আমিও থাকব। কোনও সমস্যা হলে আপনারা পঞ্চায়েত সদস্য, পঞ্চায়েত অফিস, শহর এলাকায় পুরপিতা, পুরসভায় বা দলীয় দায়িত্বপ্রাপ্তদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। তাঁরা আপনাদের সবরকমের সাহায্য করবেন। এর পরই তোপ দেগে বলেন, বিজেপি নেতারা প্রচারে এলে তাদের বেঁধে রেখে বলুন আপনার বাপ-ঠাকুরদার বার্থ সার্টিফিকেট নিয়ে আসুন! এদিন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ছিলেন বারাকপুরের সাংসদ তথা দমদম-বারাকপুর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি পার্থ ভৌমিক, পানিহাটির বিধায়ক নির্মল ঘোষ। এদিন আরও একটি নথি পাওয়া গেছে, যেখানে প্রদীপ কর লিখে গেছেন তাঁর সব নথি থাকলেও বোন ও ভাইদের সব নথি নেই। ফলে এনআরসি হলে তাদের কী হবে!

গন্ডার চোরাশিকারির ৭ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি : অসম তথা উত্তর পূর্বের বন্যপ্রাণী চোরা শিকারি রিকোচ নাজারিকে গণ্ডারের শৃঙ্গ পাচার মামলায় মাননীয় সিজেএম জলপাইগুড়ি কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। রিকোচকে ৭ বছরের কারাদণ্ড এবং ১ লক্ষ টাকা জরিমানা এবং জরিমানা অনাদায়ে আরও ৬ মাস অতিরিক্ত কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে, যা সংশোধিত ডব্লিউপিএ কেন্দ্রীয় আইনের অধীনে এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ শাস্তি।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে রিকোচকে আলিপুরদুয়ার জেলা পুলিশের সাথে এক যৌথ অভিযানে ২০২৪ সালের মার্চ মাসে আসামের কামরূপ থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। পরে ৫/০৪/২০২৫ তারিখে সিজেএম

■ আদালতের পথে ধৃত রিকোচ নার্জিনারি।

আলিপুরদুয়ার কর্তৃক হাতির দাঁত পাচার সম্পর্কিত আরেকটি বন্যপ্রাণী মামলায় তাকে আগেই দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল। রিকোচ ২০১৪ সাল থেকে উত্তরবঙ্গে সংঘটিত বেশিরভাগ গণ্ডার শৃঙ্গ চোরাচালানের মূল মাথা ছিল। তার অপর গুরুত্বপূর্ণ সহযোগী লুকাস বসুমাতাকে ৩ মার্চ ২০২৫ সালে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল। লুকাসকে গত বছর ৩ জুন বন্যপ্রাণী পাচার মামলায় গ্রেফতার করা হয়। এই চোরা শিকারি দলের প্রধান শুটার লেকেন বাসুমাতা ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে বিচার বিভাগীয় হেফাজতে মারা যায়। বন্যপ্রাণী আইনে রিকোচ-সহ গন্ডার শিকারি দলের কুখ্যাত সদস্যদের, একাধিক ধারায় দোষী সাব্যস্ত করে শাস্তি প্রদান করার কারণে, চোরা শিকারি-সহ বন্যপ্রাণী আইন লংঘনকারীদের মনে ভীতির সঞ্চার হবে বলে জানিয়েছেন জলদাপাড়া বন বিভাগের বিভাগীয় আধিকারিক পারভিন কাসোয়ান।

পাড়ায় বিজেপি নেতারা এলে

(প্রথম পাতার পর)
রাজনীতি করছে। এর পরই তিনি বলেন, এলাকায় বিজেপির নেতারা এলে তাঁদের ঘিরে ধরবেন, বেঁধে রাখবেন, জানতে চাইবেন— বাপ-ঠাকুরদার সার্টিফিকেট নিয়ে আয়, তার পরে প্রচার করতে আসবি। তবে, একই সঙ্গে স্পষ্ট ভাষায় সতর্ক করে অভিষেক জানান, কারও গায়ে যেন হাত তোলা না হয়। বলেন, বেঁধে রাখবেন, গায়ে হাত দেবেন না। আমরা কারও গায়ে হাত তোলায় বিশ্বাসী না। বিজেপি নেতাদের সেই নথি আছে কিনা দেখে নেবেন। বিজেপি যদি মনে করে বাংলার মানুষকে ভিটে-মাটি ছাড়া করবে সেটা হতে দেব না। বিজেপি আর নির্বাচন কমিশন মানুষকে ভীত করছে। তারা কি ঠিক করবে ভারতবর্ষের নাগরিক কে? এই প্রশ্নও এদিন তোলেন অভিষেক। তিনি আরও বলেন, একটা বৈধ ভোটারের নাম বাদ গেলে আমরা বুঝে নেব। একটা মৃত্যু নিয়ে বিজেপি অপপ্রচার করছে। কোনও বিজেপি নেতা মৃতের পরিবারের সঙ্গে দেখাও করতে আসেনি। তোপ তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের।

বিহারের মুজফ্‌ফরপুর ও দ্বারভাঙায় মহাগঠবন্ধনের প্রচারে ঝড় তুললেন আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব ও লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। তীব্র ভাষায় আক্রমণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে। একহাত নিলেন নীতীশ কুমারকেও

বন্ধ পাকিস্তানের আকাশসীমা

পাঁচ মাসে এয়ার ইন্ডিয়ার ক্ষতি ৪০০০ কোটি টাকা

নয়াদিল্লি: পাকিস্তানের আকাশসীমা বন্ধ থাকায় গত ৫ মাসে ৪০০০ কোটি টাকা ক্ষতি হয়েছে এয়ার ইন্ডিয়ার। ফলে রীতিমতো আর্থিক সঙ্কটের মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে এই বিমান সংস্থার। কারণ, ঘুরপথে উড়তে হচ্ছে বিমানগুলোকে। স্বাভাবিকভাবেই একদিকে যেমন আচমকাই বেড়ে গিয়েছে জ্বালানির খরচ, ঠিক তেমনই সময়ও বেশি লাগছে। এর প্রভাব পড়ছে বিমানকর্মীদের বেতন বাবদ খরচেও। একধাক্কায় বেড়ে গিয়েছে অনেকটাই। সবমিলিয়ে গত ৫ মাসে অনেকটাই অতিরিক্ত খরচের বোঝা বইতে হচ্ছে এয়ার ইন্ডিয়াকে। বুধবার দিল্লিতে এক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসে একথা জানিয়েছেন, এয়ার ইন্ডিয়ার সিইও ক্যাম্পবেল উইলসন। ভারত-পাকিস্তানের সংঘাতের পরে গত মে মাস থেকেই পরস্পরের জন্য বন্ধ দু-দেশের আকাশসীমা। এরফলে রীতিমতো বিপাকে পড়েছে বিভিন্ন বিমান সংস্থা। পাকিস্তানের আকাশসীমা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরিণতিতে মূলত ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকার বিমানগুলোই গুরুতর সমস্যার মুখে পড়েছে। অনেকটাই ঘুরপথে যেতে হচ্ছে সেগুলোকে। এয়ার ইন্ডিয়ার দাবি, এরফলে আগের তুলনায় অতিরিক্ত সময় লাগছে ৬০ থেকে ৯০ মিনিট। পহেলগাঁওয়ে পাক মদতপুষ্ট সন্ত্রাসবাদীরা গণহত্যা চালানোর পর থেকেই বন্ধ দু'দেশের আকাশসীমা। শুধুমাত্র বাণিজ্যিক বিমান নয়, নিষেধাজ্ঞা সামরিক বিমান চলাচলেও। ফলে কোনও বিমানের পক্ষেই আর আগের রুটে ওড়া সম্ভব নয়। ফলে বেশ বড় ধরনের আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করে যাত্রীপরিষেবা অব্যাহত রাখতে হচ্ছে বিমানসংস্থাকে।

এদিকে, আমেদাবাদ বিমান দুর্ঘটনা নিয়ে এয়ার ইন্ডিয়ার সিইও-র মন্তব্য, অশান্ত ২০২৫। প্রাথমিক তদন্ত রিপোর্ট দেখে মনে হচ্ছে, বিমানটিতে তেমন কোনও সমস্যা ছিল না। ইঞ্জিনেও কোনও বদল জরুরি ছিল না। চূড়ান্ত রিপোর্টের অপেক্ষায় আছি। তা থেকে যদি কোনও শিক্ষা নেওয়ার থাকে অবশ্যই নেব। পরিষেবা আরও উন্নত করা হবে আগামী দিনে।

নকল আধার • সক্রিয় দালাল • কী করছে বিএসএফ?

ডবল ইঞ্জিন ত্রিপুরায় আবার ধরা পড়ল ৩ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী

ধর্মনগর: অনুপ্রবেশ নিয়ে বাংলার বিরুদ্ধে একনাগাড়ে মিথ্যাচার করেই চলেছে যারা, সেই বিজেপিই নিজেদের শাসিত রাজ্য ত্রিপুরায় সামাল দিতে পারছে না বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ। ধর্মনগরে আবার ধরা পড়ল ৩ বাংলাদেশি। ধৃত মহঃ নুর আলম, রায়হান মিয়া এবং মহিউদ্দিন— ৩ জনেরই বাড়ি বাংলাদেশের ব্রাহ্মণবেড়িয়ায়। দালালচক্রকে মাথাপিছু ১২ হাজার টাকা করে দিয়ে তারা বেআইনিভাবে ঢুকে পড়ে ভারতে। ডবল ইঞ্জিন রাজ্য ত্রিপুরা। রাজ্যের শাসন ক্ষমতায় বিজেপি, সীমান্তরক্ষার দায়িত্বেও কেন্দ্রের বিএসএফ। কিন্তু অনুপ্রবেশ রুখতে তাদের চূড়ান্ত ব্যর্থতা প্রমাণিত হচ্ছে বারবার। গুরুতর প্রশ্নের মুখে বিএসএফের ভূমিকা। শুধু অনুপ্রবেশ নয়, জাল আধারকার্ড তৈরির চক্রও রীতিমতো মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে সীমান্তের রাজ্য ত্রিপুরায়। রমরমিয়ে চলছে দালালরাজও। মোটা টাকার বিনিময়ে অবৈধভাবে চলছে সীমান্ত পারাপার। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে, নিজেদের ঘর সামলাতে পারে না যে বিজেপি, তারা কোন মুখে রাজনৈতিক ফায়দা লুঠতে দোষ চাপায় বাংলার উপরে? কোন লজ্জায় মিথ্যাচারের বন্যা বইয়ে বিভ্রান্তি ছড়াতে চায় জনমনে? লক্ষণীয়, দিন কয়েক আগেই আমবাসা রেলস্টেশনের কাছে ধরা পড়ে ৬ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী।

ধর্মনগর মহকুমার পশ্চিম চন্দ্রপুরা এলাকায় যে ৩ বাংলাদেশি ধরা পড়েছে, তারা অবৈধভাবে ত্রিপুরার সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে প্রবেশ করেছে মাস ছয়েক আগেই। জানা গিয়েছে, অবৈধভাবে ভারতে ঢুকে পড়ে ওই ৩ জন দালালদের সাহায্যে প্রথমে যায় বেঙ্গালুরুতে। মাথাপিছু ৫ হাজার টাকা করে মোট ১৫,০০০ টাকা দিয়ে তৈরি করায় জাল আধারকার্ড। তারপরে মাস তিনেক অন্য রাজ্যে ঘুরে ফিরে যায় ত্রিপুরায়। পশ্চিম চন্দ্রপুর এলাকায় এক দালাল ইসলামের বাড়িতে আশ্রয় নেয় তারা। শেষপর্যন্ত ধরা পড়ে যায় সাদা পোশাকের পুলিশের হাতে। জেরার মুখে তারা স্বীকার করে ইসলাম নামে ওই দালালকে সীমান্ত পার করে ভারতে প্রবেশ করানোর জন্য তারা মাথাপিছু ১২,০০০ টাকা করে দিয়েছে। কিন্তু এখনও ধরা পড়েনি সেই দালাল। এর থেকেই স্পষ্ট, বিজেপি সরকারের নাকের ডগাতেই কীভাবে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে দালালচক্র। কীভাবে মোটা টাকার বিনিময়ে তারা উৎসাহিত করছে বাংলাদেশিদের অবৈধ অনুপ্রবেশ।

জিএসটি, মোদি সরকারকে তীব্র আক্রমণ তৃণমূলের

নয়াদিল্লি: জিএসটির হার নিয়ে সংসদীয় কমিটিতে মোদি সরকারকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করল তৃণমূল। সোমবার সংসদের অর্থনৈতিক বিষয়ক স্থায়ী কমিটির বৈঠকে তৃণমূল-সহ বিরোধীদের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়, জিএসটির হার পুনর্গঠন করা হলেও কোনও সুবিধাই পাচ্ছেন না ব্যবসায়ীরা। তৃণমূলের প্রবীণ সাংসদ সৌগত রায় এদিনের বৈঠকে ছিলেন কেন্দ্রের বিরুদ্ধে রীতিমতো আক্রমণাত্মক। তিনি সরাসরি অভিযোগ করেন জিএসটি নিয়ে এখনও রয়েছে অনেক জটিলতা এবং অস্পষ্টতা। এইসব সমস্যার অবিলম্বে সমাধানের দাবি তোলেন তিনি। যে যে ক্ষেত্রে জটিলতা এবং অস্পষ্টতা রয়েছে তা স্পষ্টভাবে তুলে ধরে সেই সংক্রান্ত বেশ কিছু নথিও পেশ করেন তিনি। সবমিলিয়ে সরকারপক্ষকে রীতিমতো অস্বস্তিতে ফেলে দেন তিনি। তাঁকে সমর্থন করেন অন্য বিরোধী সাংসদরাও। বিরোধীদের সম্মিলিত প্রশ্নের মুখে পড়ে কোনও সদুত্তরই দিতে পারেনি সরকারপক্ষ।

চার্জ গঠনে বিলম্ব নয়

নয়াদিল্লি: অযথা দেরি নয়। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ফৌজদারি মামলার চার্জ গঠনের উপরে বিশেষ গুরুত্ব দিল সুপ্রিম কোর্ট। এর জন্য একটি সুনির্দিষ্ট গাইডলাইন তৈরিরও ইঙ্গিত দিল শীর্ষ আদালত। বিহারে একটি ডাকাতি ও খুনের চেষ্টার মামলায় এক অভিযুক্তের জামিনের আর্জির শুনানি প্রসঙ্গে বুধবার এই ইঙ্গিত দিল সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি অরবিন্দ কুমার ও বিচারপতি এনভি অঞ্জরিয়ার বেঞ্চ।

দিল্লিতে ফ্লপ কৃত্রিম বৃষ্টি

নয়াদিল্লি: দিল্লিতে লাগামছাড়া দূষণে দমবন্ধ অবস্থা শহরবাসীর। এই গ্যাসচেম্বারের পরিস্থিতি থেকে দিল্লিকে দূষণের প্রকোপ থেকে বাঁচাতে বিজেপি সরকারের কৃত্রিম বৃষ্টির পরীক্ষামূলক প্রয়োগ পুরোপুরি ফ্লপ। ক্লাউড সিডিং প্রক্রিয়ায় কৃত্রিম মেঘ সঞ্চার করে দিল্লিতে বৃষ্টি তৈরির চেষ্টা করা হলেও ব্যর্থ হয়েছে সেই পরিকল্পনা। পরিবেশ বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, এভাবে ম্যাজিক করে দূষণের মতো দীর্ঘস্থায়ী সমস্যার সমাধান করা যায় না।

জননেত্রীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হেমন্ত

রাঁচিতে একান্ত বৈঠকে ডেরেক

সুদেষ্ণা ঘোষাল ● দিল্লি

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন। তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতাও জানালেন তিনি। তাঁর কথায়, দেশের সংবিধান বাঁচাতে আগাগোড়া প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। আমজনতার স্বার্থে বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে দেশের মধ্যে একা লড়াই করছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁকে কুর্নিশ জানালেন ঝাড়খন্ডের মুখ্যমন্ত্রী। বুধবার রাচিতে জেএমএম প্রধান হেমন্তে সোরেনের সঙ্গে তৃণমূলের রাজ্যসভা দলনেতা ডেরেক ব্রায়েন একান্ত সাক্ষাৎ করেন। প্রায় মিনিট চল্লিশ দুজনের মধ্যে কথাবার্তা হয়। তখনই জননেত্রীর প্রতি হৃদয়ের শ্রদ্ধা উজাড় করে দেন হেমন্ত। হেমন্তের সঙ্গে ডেরেকের সাক্ষাৎ যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। কারণ, এই সময়ই এসআইআরের বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছে গোটা দেশ। যার পথ দেখিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। হেমন্ত সোরেন নিশ্চিত, সামনের বিধানসভা নির্বাচনে বাংলায় আবার বিপুল জয় হবে তৃণমূলেরই। তাঁর অভিযোগ, যত ভোট এগিয়ে আসছে কেন্দ্রীয় এজেন্সিকে সঙ্গে নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা ও মন্ত্রীদের হেনস্থা ও অপদস্থ করার চেষ্টা করছে বিজেপি। বিজেপি সরকার এজেন্সিকে দিয়ে আরো বেশি চাপ তৈরির চেষ্টা করবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেন তিনি। তিনি তৃনমূল কংগ্রেসের পাশে সবসময় আছেন এবং থাকবেন বলে জানিয়েছেন হেমন্ত সোরেন।

এদিন, কলকাতার শতাব্দীপ্রাচীন বলরাম মান্নার মিষ্টি এবং শাল নিয়ে হেমন্ত সোরেনের সঙ্গে দেখা করেন

করেন তৃণমূলের রাজ্যসভা দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে হেমন্ত সোরেনের সখ্যতার কথা সর্বজনবিদিত। তৃণমূল নেত্রী হেমন্ত কে নিজের ভাইয়ের মতো দেখেন। দ্বিতীয়বার মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথের সময় নিজে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমন্ত্রন জানান হেমন্ত। এছাড়াও বাংলার বন্যা পরিস্থিতিতে দ্রুত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছেন তিনি। ইন্ডিয়া জোটেও জননেত্রীর দেখানো পথে হেঁটেছেন সোরেন।

ইতিমধ্যেই দেশে এস আই আর প্রয়োগের কাজ শুরু হয়েছে। তার বিরোধিতায় একমাত্র বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বিজেপি সরকার ও নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন। রাচির বৈঠকে এস আই আর ইস্যু আলোচনায় উঠে না এলেও এমন সময়ে বাংলা এবং ঝাড়খণ্ড, দুই রাজ্যের শাসক দলের বৈঠকে মিলিত হয়েছেন শীর্ষ নেতৃত্ব। যা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

শক্তি হারিয়ে নিম্নচাপ, মন্থার তাণ্ডবে হত ৩

বিশাখাপত্তনম: ঘূর্ণিঝড় মন্থার দাপটে অন্ধ্রে প্রাণ হারালেন ৩ জন। এখনও পর্যন্ত নিখোঁজ হয়েছেন দু'জন। ঘরছাড়া বহু মানুষ। মঙ্গলবার রাতেই উপকূল এলাকা থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল প্রায় ৭৫,০০০ মানুষকে। তবে মৃত্যু এবং নিখোঁজের সংখ্যা ঠিক কত তা নিশ্চিতভাবে জানাতে পারেনি প্রশাসন। মন্থার তাণ্ডবে অন্ধ্রের মোট দেড় লক্ষ হেক্টর জমির ফসল নষ্ট হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে। ওড়িশায় বিপর্যস্ত ১৫টি জেলা। সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত গঞ্জাম। বিভিন্ন জেলায় ভূমিধসের খবর পাওয়া গেছে। হতাহতের কোনও খবর নেই এখনও পর্যন্ত। মঙ্গলবার রাত আড়াইটে নাগাদ অন্ধ্রের উপকূলে আছড়ে পড়ে মন্থা। তবে বুধবার ভোরে শক্তি হারিয়ে এগিয়ে যায় উত্তর-পশ্চিমে। পরিণত হয় নিম্নচাপে। ল্যান্ডফল প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পরে প্রায় ৬ ঘণ্টা ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাব ছিল অন্ধ্রপ্রদেশ ও ওড়িশার উপকূলে। এর প্রভাবে সব থেকে বেশি ক্ষয় ক্ষতি হয়েছে মছলিপত্তনম ও কলিঙ্গপত্তম এলাকায়। অন্ধ্রের প্রায় ৬৫টি গ্রাম ক্ষতিগ্রস্ত সমুদ্রের জল ঢুকে।

দেশ বিদেশ

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

হরিয়ানার আম্বালায় বুধবার রাফাল যুদ্ধবিমানে চড়লেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু

মোদি জমানায় আন্তর্জাতিক মঞ্চে মর্যাদা হারাল ভারতের মানবাধিকার কমিশন

প্যারিস-নীতি পূরণে ব্যর্থ হওয়ায় অবনমনের সুপারিশ

নয়াদিল্লি: মোদি জমানায় আন্তর্জাতিক মঞ্চে গুরুত্ব হারাল ভারতের মানবাধিকার কমিশন। সম্প্রতি জেনেভায় জাতীয় মানবাধিকার কমিশন (এনএইচআরসি)-এর আন্তর্জাতিক মর্যাদা কমানোর সুপারিশ করা হয়েছে, যা এই প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব নিয়েই বড় প্রশ্ন তুলে দিল। গ্লোবাল অ্যাসোসিয়েশন অফ ন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস ইনস্টিটিউশনস দ্বারা পরিচালিত পর্যালোচনায় দেখা গেছে যে ভারতের এনএইচআরসি প্যারিস-নীতি অনুসারে স্বায়ত্তশাসন ও কার্যকারিতার মতো গুরুত্বপূর্ণ মানদণ্ড পূরণে ব্যর্থ। এই ব্যর্থতার কারণগুলির মধ্যে রয়েছে এনএইচআরসি -এর তদন্ত প্রক্রিয়াতে পুলিশ কর্মকর্তাদের জড়িত থাকা, বৈচিত্র্য এবং বহুত্ববাদের অভাব, কমিশনের সদস্যদের অস্বচ্ছ নির্বাচন ও নিয়োগ প্রক্রিয়া, মহাসচিবের নিয়োগে সীমাবদ্ধতা, অন্যান্য মানবাধিকার সংস্থার সাথে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা না করা এবং মানবাধিকার ইস্যুগুলিতে কার্যকরভাবে হস্তক্ষেপ করতে না পারা। ২০১১ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে প্যারিস নীতিগুলি মেনে চলার জন্য প্রতিবারের পর্যালোচনায় ভারতে মানবাধিকার কমিশনের গঠনপ্রক্রিয়া ও কার্যকারিতা নিয়ে বারবার প্রশ্ন তোলা হয়েছে। আন্তর্জাতিক ফোরামে এর সংস্কার করার জন্য লাগাতার চাপ দেওয়া হলেও তা ফলপ্রসূ হয়নি। এই প্রক্রিয়ার জেরেই উপকমিটি গত দু'বার (একবার ২০২৩ সালে এবং তারপর ২০২৪ সালে) এনএইচআরসি-এর মর্যাদা স্থগিত করে। এক্ষেত্রে স্থগিতাদেশ হল একটি সতর্কতামূলক পদক্ষেপ, যা নির্দেশ করে যে এই সংস্থার ন্যূনতম মান পূরণে বড় ঘাটতি রয়েছে এবং একইসাথে প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় সংস্কার হয়নি। পরপর দুবছর সতর্ক করার পরে কোনও কার্যকর পরিবর্তন দেখতে না পেয়ে স্বীকৃতি সংক্রান্ত উপকমিটি ভারতের এনএইচআরসিকে 'এ' স্ট্যাটাস থেকে 'বি' স্ট্যাটাসে নামিয়ে আনার চূড়ান্ত সুপারিশ করেছে। এই অবনমনের প্রক্রিয়াটি শুরু হয়েছিল বিচারপতি অরুণ মিশ্রের চেয়ারপার্সন থাকাকালীন। বর্তমান চেয়ারপার্সন বিচারপতি ভি. রামাসুব্রহ্মণ্যমের ১০ মাসের মেয়াদের মধ্যেই চূড়ান্ত সুপারিশটি এসেছে। তবে এই সুপারিশ চূড়ান্ত হওয়ার আগে গ্লোবাল অ্যাসোসিয়েশন অফ ন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস ইনস্টিটিউশনস ব্যুরোতে আপিল বা পর্যালোচনার সুযোগ রয়েছে। চলতি বছরের নভেম্বরে জেনেভায় যা উত্থাপন করা যাবে। বর্তমানে গ্লোবাল অ্যাসোসিয়েশন অফ ন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস ইনস্টিটিউশনস ব্যুরোর সদস্য ১৫টি দেশ। ভারতও এর সদস্য। গত কয়েক বছরের ক্রমাগত ঘাটতিগুলি দূর করার জন্য যে যথেষ্ট পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, এখন তার সুনির্দিষ্ট প্রমাণ ভারতকে পেশ করতে হবে। আশ্চর্যের বিষয়, তথ্য জানার অধিকার আইন -এর সক্রিয় প্রকাশের ম্যান্ডেট থাকা সত্ত্বেও এনএইচআরসি-এর নিজস্ব ওয়েবসাইটে এই অবনমন প্রক্রিয়া সম্পর্কে কোনো তথ্য নেই। মূল্যায়নের ফলাফল যাই হোক না কেন, বর্তমান বিজেপি জমানায় সারা দেশের মানবাধিকার কর্মীরা এনএইচআরসি-এর ভূমিকা নিয়ে হতাশ। ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু ও নির্যাতিতদের সঠিক সুরক্ষা দেওয়ার বদলে মোদি জমানায় অন্য সংস্থাগুলির মত এটিও রাজনৈতিক ব্যবহারের হাতিয়ার হয়ে উঠেছে।

বাংলাদেশের নির্বাচন বয়কটের ডাক হাসিনার

নয়াদিল্লি: মুক্তিযুদ্ধের দলকে বাদ দিয়ে প্রহসনের ভোট হতে চলেছে। তাই বাংলাদেশের আগামী সাধারণ নির্বাচন বয়কট করবেন আওয়ামি লিগের সমর্থকেরা। বুধবার বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এক সাক্ষাৎকারে এই ঘোষণার পাশাপাশি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, আওয়ামি লিগকে নিষিদ্ধ করে রাখলে বাংলাদেশের নির্বাচনী প্রক্রিয়ার বৈধতা প্রশ্নের মুখে পড়বে। সংবাদসংস্থা রয়টার্সে দেওয়া সাক্ষাৎকারে হাসিনা বলেন, লক্ষ লক্ষ মানুষ আওয়ামি লিগকে সমর্থন করেন। এখন যদি তাঁদের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়, তবে সেটি কোনওভাবেই বৈধ গণতন্ত্র হতে পারে না। হাসিনা জানান, আওয়ামি লিগের সমর্থকদের অন্য কোনও দলকে ভোট দিতে তিনি উৎসাহিত করবেন না, তবে ন্যায্য প্রতিযোগিতার সুযোগ পেলে আওয়ামি লিগ নির্বাচনে অংশ নিতে প্রস্তুত।

এদিনের সাক্ষাৎকারে হাসিনা অভিযোগ করেন, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে প্রতিহিংসার মামলায় তাঁকে এবং তাঁর দলকে কোণঠাসা করা হচ্ছে। দলের অসংখ্য কর্মীর বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দেওয়া হচ্ছে। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বলেন, তাঁর বিরুদ্ধে যে অভিযোগগুলি আনা হয়েছে, সেগুলির অধিকাংশই রাজনৈতিক প্রতিশোধের অংশ। তিনি দেশে ফিরবেন কেবল তখনই, যখন বাংলাদেশে 'বৈধ ও সাংবিধানিক সরকার' প্রতিষ্ঠিত হবে।

বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার ইতিমধ্যেই আওয়ামি লিগকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। আগামী বছরের ফেব্রুয়ারিতে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। হাসিনার দলকে ভোটের ময়দান থেকে দূরে রাখতে মে মাসেই আওয়ামি লিগের স্বীকৃতি বাতিল করেছিল বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশন। হাসিনা বলেন, আওয়ামি লিগকে নিষিদ্ধ করে ভোট হলে তার কোন বৈধতাই নেই। তাই তাঁর সমর্থকদের এই নির্বাচন বয়কটের ডাক দিয়েছেন মুজিবকন্যা।

ফের কানাডায় খুন ভারতীয় ব্যবসায়ী, পিছনে বিষ্ণোই গ্যাং?

ওটাওয়া : কানাডায় আবার খুন ভারতীয় ব্যবসায়ী। জানা যাচ্ছে, এবার এই খুনের দায় স্বীকার করেছে কুখ্যাত লরেন্স বিষ্ণোই গ্যাং। কিন্তু কেন খুন তার কারণ খোঁজা চলছে। সূত্রের খবর, পাঞ্জাবের লুধিয়ানার বাসিন্দা নিহত ব্যবসায়ীর নাম দর্শন সিং শশী (৬৮)। নব্বই দশকের শুরুর দিকে তিনি কানাডায় যান। কানাডা পুলিশ সূত্রে খবর, দর্শন সিং শশী গত সোমবার ব্রিটিশ কলাম্বিয়ার অ্যাবোটসফোর্ড শহরে নিজের বাড়ির সামনে গুলিবিদ্ধ হয়ে খুন হন। টাউন লাইন রোডে দর্শনের বাড়ির সামনে একটি ট্রাক দাঁড় করানো ছিল। ওই ট্রাকের কাছে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি। অজ্ঞাতপরিচয় কয়েকজন দুষ্কৃতী হঠাৎ করেই তাঁকে লক্ষ্য করে বেশ কয়েক রাউন্ড গুলি ছোঁড়ে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানিয়েছে, আততায়ীরা প্রায় দু-ঘণ্টা ধরে দর্শনের বাড়ির সামনে ঘুরেছে। তোলাবাজি আদায়ের চেষ্টার কোনও প্রমাণ মেলেনি। ব্রিটিশ কলাম্বিয়ার পাঞ্জাবিদের একাধিক সংগঠন জানিয়েছে, দর্শন সিং শুধুমাত্র ব্যবসায়ী ছিলেন না, কানাডায় পাঞ্জাবি সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ভারতীয় দূতাবাস ও কানাডা প্রশাসনের কাছে খুনের তদন্তের দাবি তুলেছে শিখ সংগঠনগুলি।

জামাইকায় আছড়ে পড়ল হ্যারিকেন মেলিসা। ল্যান্ডফলের সময় ঘূর্ণিঝড়ের গতি ছিল ঘণ্টায় ২৯৫ কিলোমিটার। প্রাণ হারিয়েছেন অন্তত ৭ জন। বিগত ১৭৪ বছরে এমন ঘূর্ণিঝড় দেখেনি জামাইকা

সোনমের গ্রেফতারি, ১০ দিনের মধ্যে কেন্দ্রের জবাব তলব সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি : সমাজকর্মী সোনম ওয়াংচুকের গ্রেফতারিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে নতুন করে আবেদন জমা দিলেন তাঁর স্ত্রী গীতাঞ্জলি আংমো। তাঁর সরাসরি অভিযোগ, ভিন্নমত পোষণ করায় তাঁর কণ্ঠরোধ করতেই সুপরিকল্পিতভাবে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং আটকে রাখা হয়েছে তাঁকে। এভাবে বন্দি রাখা স্বেচ্ছাচারিতা ছাড়া আর কিছুই নয়। এভাবে মৌলিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে সোনমের। গীতাঞ্জলির অভিযোগ শুনে কেন্দ্রকে ১০ দিনের মধ্যে জবাব দিতে নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। ২৪ নভেম্বর এই মামলার পরের শুনানি। বুধবার শীর্ষ আদালতের বিচারপতি অরবিন্দ কুমার এবং বিচারপতি এনভি অঞ্জরিয়ার বেঞ্চে শুনানি হয় মামলাটির। লক্ষণীয়, গত ২৬ সেপ্টেম্বর লেহর বাড়ি থেকে জাতীয় নিরাপত্তা আইনে সোনমকে গ্রেফতার করে লাদাখ পুলিশ। তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় রাজস্থানে। যোধপুর সেন্ট্রাল জেলেই এখনও বন্দি এই বিশিষ্ট সমাজকর্মী। সোনমের স্ত্রীর অভিযোগ, এই গ্রেফতারি সম্পূর্ণ বেআইনি।

বালেশ্বরে বাস দুর্ঘটনায় হত ২

নয়াদিল্লি : ওড়িশার ঢেঙ্কানাল থেকে কলকাতায় আসার পথে বালেশ্বরে দুর্ঘটনা মুখে পড়ল যাত্রিবাহী বাস। প্রাণ হারালেন দু'জন। জলেশ্বরে ১৬ নম্বর জাতীয় সড়কে বুধবার ভোররাত ৩টে নাগাদ বাসটি একটি ট্রাককে ধাক্কা মারে। দুমড়েমুচড়ে যায় বাসটির সামনের অংশ। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় কটকের সালেপুরের বাসিন্দা মীর আব্দুল রহিম (৩৯) এবং মাহাঙ্গার বাসিন্দা নৃসিংহ কাঠুয়া (৪০)। জখম হন অন্তত ১০ জন।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

কাছে দূরে

30 October, 2025 • Thursday • Page 13 || Website - www.jagobangla.in

১৩
৩০ অক্টোবর ২০২৫
বৃহস্পতিবার

হাওড়া থেকে দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের ট্রেন ধরে চলে যান বাউড়িয়া। জায়গাটাকে বলা হয় দ্বিতীয় চন্দননগর। এখানে আয়োজিত হয় অসংখ্য জগদ্ধাত্রী পুজো। কয়েকটি বেশ বড় বাজেটের। দেখা যায় থিম, আলোর খেলা

বাংলার বিভিন্ন জগদ্ধাত্রী মন্দির

চলছে জগদ্ধাত্রী পুজো। সর্বজনীন পুজো মণ্ডপগুলোয় উপচে পড়ছে ভিড়। বিভিন্ন জায়গায় আছে বেশকিছু জগদ্ধাত্রী মন্দির। নিষ্ঠার সঙ্গে হচ্ছে দেবীর আরাধনা। আজ মহানবমীর দিন রাজ্যের কয়েকটি জগদ্ধাত্রী মন্দিরের সন্ধান দিলেন

অংশুমান চক্রবর্তী

রামরাজাতলার জগদ্ধাত্রী মন্দির

তালদহের জগদ্ধাত্রী মন্দির

হুগলি জেলার তালদহ গ্রাম। এই গ্রামে রয়েছে চক্রবর্তী পরিবারের বহু পুরোনো জগদ্ধাত্রী মন্দির। শোভা পায় পাথরের দেবীমূর্তি। দেখার মতো। কার্তিক শুক্লানবমী তিথিতে মায়ের বাৎসরিক পুজোর সময় একদিনেই ত্রৈকালীন পুজো সুসম্পন্ন করা হয়। মন্দিরে মাকে কোনও রকম আমিষ ভোগ দেওয়া হয় না। বলিদানের প্রথা নেই। মন্দিরে প্রত্যহ দুই বেলা, সকাল ও সন্ধ্যায় মায়ের নিত্যসেবা হয়। চক্রবর্তী পরিবারের বর্তমান সদস্যরাই সেবায়েত। মায়ের মন্দিরের মূল গর্ভগৃহের সামনে রয়েছে ছোট নাটমন্দির। ভক্তদের বসার জায়গা। মন্দিরের মূল ফটকের সামনে একদম উপরে লেখা আছে 'নিত্যানন্দ আশ্রম'। কীভাবে যাবেন? চাঁপাডাঙা যাওয়ার ২৬ নম্বর বাস এই রুটের একমাত্র ভরসা। বনহুগলি বা ডানলপ থেকে এই বাস ধরে রামহাতিতলার গাজার মোড়ে বা দীপার চৌমাথায় নেমে তালদহের অটো ধরতে হয়। কানা নদীর পুলের কাছে নেমে পুল পেরিয়ে একটু হেঁটে মন্দিরে পৌঁছনো যায় সহজেই। এছাড়া রেলপথে হাওড়া থেকে তারকেশ্বর লোকাল ধরে হরিপাল স্টেশনে নেমেও যাওয়া যায়।

তালদহের জগদ্ধাত্রী মন্দির

সোমড়ার জগদ্ধাত্রী মন্দির

গঙ্গার পশ্চিম তীরবর্তী একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম হুগলির সোমড়া। এই গ্রামে আছে জগদ্ধাত্রী মন্দির। আনুমানিক সাড়ে আটশো বছরের প্রচীন। এটাই বাংলার আদি পুজো বলে এলাকাবাসীদের দাবি। দেখা যায় অষ্টধাতুর মূর্তি। বর্তমানে এই পুজো পরিচিত দেওয়ানজি বাড়ির পুজো নামে। মন্দিরে বছরভর পুজো হয়। তবে জগদ্ধাত্রী পুজোর সপ্তমী,

সোমড়ার জগদ্ধাত্রী মন্দির

অষ্টমী, নবমীতে হয় বিশেষ পুজোর আয়োজন। ইতিহাস বলে, ইংরেজির ১১৭২ সালে মন্দির তৈরি করেছিলেন দেওয়ান রামশঙ্কর রায়। পাল যুগের শেষদিকে বাংলা, বিহার, ওড়িশার দেওয়ান ছিলেন তিনি। মন্দির তৈরি হয় সেই সময়ে। জগদ্ধাত্রী পুজোর দিন অগণিত ভক্তের সমাগম ঘটে। আসেন দূর দূরান্তের মানুষেরাও। হাওড়া-কাটোয়া শাখার সোমড়া বাজার স্টেশনে নেমে পাঁচ মিনিটের পথ পেরোলেই দেখা মিলবে এই প্রাচীন জগদ্ধাত্রী মন্দিরের।

চ্যাটার্জিহাটের জগদ্ধাত্রী মন্দির

হাওড়ার চ্যাটার্জিহাটের শরৎ চ্যাটার্জি রোড। নবান্নের কাছেই। এখানে আছে একটি জগদ্ধাত্রী মন্দির। দেবীর সুবিশাল পাথরের বিগ্রহ দেখা যায়। নিত্যপুজো হয়। জল-বাতাসা দিয়ে যান স্থানীয়রা। জগদ্ধাত্রী পুজোর সময়ে আয়োজিত হয় বিশেষ পুজো। জগদ্ধাত্রীর বিগ্রহ ছাড়াও রয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, মা সারদা, স্বামী বিবেকানন্দ, রাধা-কৃষ্ণের যুগল মূর্তি-সহ আরও নানান দেবদেবীর মূর্তি। এছাড়াও আছে জগদ্ধাত্রীর ছবি। পুজোর সময় বহু মানুষ আসেন। বিদ্যাসাগর সেতু পেরিয়ে টোল প্লাজা বা মন্দিরতলা নেমে মন্দিরে পৌঁছনো যায়।

চ্যাটার্জিহাটের জগদ্ধাত্রী মন্দির

রামরাজাতলার জগদ্ধাত্রী মন্দির

হাওড়া শহরের এক পুরোনো জনপদ রামরাজাতলা। এখানকার ষষ্ঠীতলার চক্রবর্তী পরিবারের জগদ্ধাত্রী পুজো প্রায় ৭০ বছরের পুরনো। প্রচলন করেন করুণা দেবী। আশ্রমের মাতৃমন্দিরে দেখা যায় পাথরের প্রতিমা। নিত্যপুজো হয়। জগদ্ধাত্রী পুজোর নবমীর দিন নিষ্ঠার সঙ্গে আয়োজিত হয় বিশেষ পুজো। আগে কুমারী পুজো হত। পুজো উপলক্ষে বসত গানবাজনার আসর। বদলে গেছে সময়। বদলে গেছে পরিবেশ, পরিস্থিতি। জগদ্ধাত্রী পুজো ছাড়াও এই মন্দিরে অন্নপূর্ণাপুজো, কালীপুজো, বিপদতারিণীর পুজো, মহালয়া, দুর্গাপুজো, লক্ষ্মীপুজো আয়োজিত হয়। জগদ্ধাত্রী পুজোর নবমীর দিন দূর-দূরান্ত থেকে বহু মানুষ আসেন। প্রসাদ বিতরণ হয়। দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথে রামরাজাতলা স্টেশন এবং রামরাজাতলা ৫২ নম্বর বাস স্ট্যান্ডে নেমে পৌঁছনো যায় এই জগদ্ধাত্রী আশ্রম মাতৃমন্দিরে। দ্বিতীয় রেলগেটের খুব কাছেই।

সার্পেন্টাইন লেনের জগদ্ধাত্রী মন্দির

কলকাতার শিয়ালদহ স্টেশনের কাছেই রয়েছে লেবুতলা অঞ্চল। বৌবাজারের ঠিক আগে। এখানকার সার্পেন্টাইন লেনে রয়েছে শতাব্দীপ্রাচীন জগদ্ধাত্রী মন্দির। স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছে এই মন্দির পরিচিত ঠাকুরবাড়ি নামেই। তিন খিলানের উঁচু বেদি। তার উপরে মন্দির। ছাদ পুরোপুরি সমতল। সামনে ভক্তদের বসার জন্য অলিন্দ এবং উঠোন। উঠোন ঘিরেও আবার মাথা তুলে রয়েছে ঘর। আনুমানিক ১৮৮৮ সালে পূর্ণিমা তিথিতে কেদারনাথ দাস প্রতিষ্ঠা করেন এই মন্দির। পশ্চিমমুখী মন্দিরের গর্ভগৃহে রয়েছে অষ্টধাতুর জগদ্ধাত্রী প্রতিমা। দেবী সিংহের উপর উপবিষ্টা। এই মন্দিরে জগদ্ধাত্রীর নিত্যপুজো হয়। জগদ্ধাত্রী পুজোর সময় আয়োজিত হয় বিশেষ পুজো। শিয়ালদহ স্টেশনে নেমে পায়ে হেঁটে পৌঁছনো যায়। মেট্রোয় সেন্ট্রাল স্টেশনে নেমেও পৌঁছনো যায়। আছে বাসও।

সার্পেন্টাইন লেনের জগদ্ধাত্রী মন্দির

মনোহরপুকুর রোডের জগদ্ধাত্রী মন্দির

কলকাতার শরৎ বোস রোডে রয়েছে মনোহরপুকুর রোড স্টপেজ। কিছুটা দূরেই রয়েছে ত্রিধারা সম্মিলনী ক্লাব। এই ক্লাবের দুর্গাপুজোর কথা সকলেরই জানা। এখানে আছে জগদ্ধাত্রী মন্দির। স্থানীয়রা বলেন, ত্রিধারা জগদ্ধাত্রী বাড়ি। মন্দিরে রয়েছে স্থায়ী দেবী-প্রতিমা। নিত্য পুজো হয়। সেইসঙ্গে বিশেষ দিনে আয়োজিত হয় বিশেষ পুজো, মায়ের সাজবদল। জগদ্ধাত্রী পুজোর দিন মানুষের ঢল নামে। নবমীর দিন প্রসাদ বিতরণ করা হয়। যতীনদাস পার্ক মেট্রোয় নেমে একটু হেঁটে পৌঁছনো যায়। আছে বাসও।

মনোহরপুকুর রোডের জগদ্ধাত্রী মন্দির

মাঠে ময়দানে

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

টি-২০ ক্রিকেটে সবচেয়ে কম ইনিংসে (৮৬) ১৫০টি ছয় মারার নজির সূর্যকুমারের

ভেন্টিলেশনে ক্রিকেটার

মেলবোর্ন : বাইশ গজে ফিরল ফিল হিউজের স্মৃতি! ব্যাট করার সময় বাউন্সারে চোট পেয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছিলেন অস্ট্রেলিয়া জাতীয় দলের ক্রিকেটার হিউজ। বুধবার মেলবোর্নে আয়োজিত ফার্নট্রি গালি টুর্নামেন্টে ঘাড়ে বল লেগে হাসপাতালে ভর্তি হল ১৭ বছরের এক ক্রিকেটার। ভেন্টিলেশনে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে ওই কিশোর। নাবালক হওয়ার জন্য তার নাম প্রকাশ করেনি ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া। চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, ওই কিশোরের শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক।

বাবর শূন্য

রাওয়ালপিন্ডি : টি-২০ ক্রিকেটে দেশের হয়ে প্রত্যাবর্তন ম্যাচে ব্যর্থ বাবর আজম। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে শূন্য রানে আউট হলেন তিনি। পাকিস্তানও ৫৫ রানে হেরেছে। প্রথমে ব্যাট করে ২০ ওভারে ৯ উইকেটে ১৯৪ রান তুলেছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে, ১৮.১ ওভারে ১৩৯ রানে অল আউট পাকিস্তান।

কিউয়িদের জয়

হ্যামিল্টন : দীর্ঘ ১২ বছর পর ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওয়ান ডে সিরিজ জয়ের স্বাদ পেল নিউজিল্যান্ড। বুধবার হ্যামিল্টনে কিউয়িরা ৫ উইকেটে হারিয়েছে ইংল্যান্ডকে। পরপর দু'টি জয়ের সুবাদে সিরিজ পকেটে পুরে নিল নিউজিল্যান্ড। প্রথমে ব্যাট করে ৩৬ ওভারে ১৭৫ রানেই অল আউট হয়ে গিয়েছিল ইংল্যান্ড। রান তাড়া করতে নেমে, ৩৩.১ ওভারে ৫ উইকেটে ১৭৭ রান তুলে ম্যাচ জিতে নেয় নিউজিল্যান্ড।

হরমনদের মাথায় ২০১৭-র সেমিফাইনাল

আজ সামনে অস্ট্রেলিয়া, চ্যালেঞ্জ নিচ্ছেন শেফালি

মুম্বই, ২৯ অক্টোবর : অস্ট্রেলিয়া গতবারের চ্যাম্পিয়ন। ২০১৩ ও ২০২২-এও তারা মেয়েদের বিশ্বকাপ জিতেছে। ফর্ম ও শক্তির বিচারে বৃহস্পতিবারের সেমিফাইনালে অ্যালিসা হিলিরা যে ভারতের থেকে এগিয়ে সেটাও মেনে নিতে হবে।

লিগের ম্যাচে অস্ট্রেলিয়া ভারতের বড় রানকে তাড়া করে তুলে দিয়েছিল। সেই ম্যাচে যিনি জয়ের আসল কারিগর ছিলেন সেই হিলি চোটের জন্য কয়েকটি ম্যাচে খেলেননি। কিন্তু নভি মুম্বইয়ের মাঠে তাঁকে প্র্যাকটিস করতে দেখা গেল। নেটে দীর্ঘ সময় ব্যাট করেছেন। ফলে সেমিফাইনালে অস্ট্রেলিয়া যে পূর্ন শক্তির দল নিয়ে মাঠে নামবে সেটা মোটামুটি পরিষ্কার।

ঠিক এখানেই ধাক্কা খেয়েছেন হরমনপ্রীতরা। প্রতিকা রাওয়ালের চোট দলকে চাপে ফেলেছে। স্মৃতি মান্ধানার সঙ্গে শুরুতে নেমে রান করেছিলেন তিনি। তাঁর জায়গায় ফেরানো হয়েছে শেফালি ভার্মাকে। যিনি অনেকদিন দলের বাইরে ছিলেন। দ্রুত পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে শেফালি বেশি সময় ব্যাট করছেন। স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে বড় শট খেলছেন। সুইপ মারছেন। রিচা ঘোষকেও নেটে কিপিংয়ে স্বাভাবিক লাগছে। আঙুলে চোটের জন্য বাংলাদেশ ম্যাচে তাঁকে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছিল।

৮ বছর আগের সেমিফাইনালে ভারত অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছিল। হরমনপ্রীত ১৭১ রান করেছিলেন। তিনি এখন দলের অধিনায়ক। নিশ্চয়ই সেই ম্যাচ অধিনায়কের মাথায় ঘুরছে। এই বিশ্বকাপে অবশ্য ফর্মের বিচারে স্মৃতি মান্ধানা অধিনায়ককে পিছনে ফেলে দিয়েছেন। অস্ট্রেলিয়ার মতো দলকে হারাতে হলে দুই তারকাকেই রান করতে হবে। যেমন জেমাইমা, দীপ্তিদেরও।

তবে বোলিং নিয়ে উদ্বেগ রয়েছে। বড় রান করেও অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড ম্যাচে সেটা ডিফেন্ড করা যায়নি। সিমারদের পাশাপাশি সিনিয়র স্পিনার দীপ্তিকেও দায়িত্ব নিতে হবে। নভি মুম্বইয়ের মাঠে বৃষ্টিও বারবার বাধা দিয়েছে। সেমিফাইনালে অবশ্য রিজার্ভ ডে আছে। কিন্তু তাতেও খেলা না হলে অস্ট্রেলিয়া সোজা ফাইনালে উঠে যাবে। হরমনপ্রীতদের এটা মাথায় রাখতে হবে।

শেফালি আবার বলেছেন, সরাসরি বিশ্বকাপ সেমিফাইনালে খেলা বেশ চ্যালেঞ্জের। আমি নিজের স্বাভাবিক ব্যাটিং করার চেষ্টা করব। গ্যালারি ভর্তি সমর্থকেরা আমাদের জন্য গলা ফাটাবেন। এটাও বড় প্রেরণা। শেফালির সংযোজন, প্রতিকার জন্য খারাপ লাগছে। তবে ঈশ্বরই হয়তো আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন। নিজের সেরাটাই দেওয়ার চেষ্টা করব। নিজের উপর আস্থা আছে। সুযোগ পেলে সেরাটাই দেব।

স্মৃতির সঙ্গে ওপেন করবেন সম্ভবত শেফালিই। মহারণের আগে খোশমেজাজে হরমনপ্রীত। বুধবার নভি মুম্বইয়ে।

এগোলেন লক্ষ্য, হার শ্রীকান্তের

সারব্রুকেন, ২৯ অক্টোবর : জার্মানিতে আয়োজিত হাইলো ওপেনে বড় চমক দিলেন লক্ষ্য সেন। বুধবার লক্ষ্য বিশ্বের সাত নম্বর ক্রিস্টো পোপভকে হারিয়ে টুর্নামেন্টের শেষ ষোলো রাউন্ডে পৌঁছে গিয়েছেন। ফরাসি শাটলারের বিরুদ্ধে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর, ২১-১৬, ২২-২০ গেমে ম্যাচ জিতে নেন লক্ষ্য। প্রথম গেমে একটা সময় লক্ষ্য ১৩-১৫ পয়েন্টে পিছিয়ে পড়েছিলেন। সেখান থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে গেম জিতে নেন। এরপর দ্বিতীয় গেমেও ১৭-২০ পয়েন্টে পিছিয়ে থেকে টানা পাঁচটি পয়েন্ট জিতে গেম এবং ম্যাচ পকেটে পুরে নেন লক্ষ্য। এদিকে, লক্ষ্যর জয়ের দিন টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে গিয়েছেন কিদাম্বি শ্রীকান্ত। তাঁকে ২১-১৯, ২১-১১ গেমে হারিয়েছেন আরেক ভারতীয় শাটলার কিরণ জর্জ। পরের রাউন্ডে জর্জের প্রতিপক্ষ ফরাসি শাটলার টোমা জুনিয়র পোপোভ। অন্যদিকে, লক্ষ্য খেলবেন ভারতেরই এস শঙ্কর মুথুস্বামীর বিরুদ্ধে। মালয়েশিয়ার জুন হাও লিয়ংকে ২১-১৪, ১৮-২১, ২১-১৬ গেমে হারিয়ে লক্ষ্যর মুখোমুখি হয়েছেন মুথুস্বামী।

বিশ্বকাপ ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকা

গুয়াহাটি, ২৯ অক্টোবর : দুরন্ত সেঞ্চুরি লরা উলভার্টের। ব্যাটে-বলে দাপট মারিজেন কাপের। নিটফল, ইংল্যান্ডকে ১২৫ রানে হারিয়ে মেয়েদের বিশ্বকাপ ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকা। প্রথমে ব্যাট করে উলভার্টের ১৪৩ বলে ১৬৯ রানের অনবদ্য ইনিংসের সুবাদে ৫০ ওভারে ৭ উইকেটে ৩১৯ রান তুলেছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে, ৪২.৩ ওভারে ১৯৪ রানেই গুটিয়ে যায় ইংল্যান্ডের ইনিংস।

উলভার্টের পাশাপাশি নজর কাড়লেন কাপও। ব্যাট হাতে ৩৩ বলে ৪২ রান করার পর, বল হাতে পাঁচ উইকেট দখল শিকার তাঁর। এদিন দক্ষিণ আফ্রিকার বড় রানের ভিত গড়ে দিয়েছিলেন উলভার্ট ও তাজমিন ব্রিটস। ওপেনিং জুটিতে ১১৬ বলে ১৩৪ রান যোগ করেন দু'জনে। ৬৫ বলে ৪৫ রান করে ব্রিটস আউট হওয়ার পর, দলকে টানেন উলভার্ট। তাঁকে কাপ ছাড়াও দারুণ সঙ্গ দেন ক্লো টাইরন (২৬ বলে অপরাজিত ৩৩)। রান তাড়া করতে নেমে, ইনিংসের প্রথম ওভারেই অ্যামি জোন্স (০) ও হিদার নাইটের (০) উইকেট হারিয়েছিল ইংল্যান্ড। দু'জনেই কাপের শিকার। পরের ওভারেই আউট ট্যামি বিউমন্টক (০)। ফলে ১ রানেই ৩ উইকেট পড়ে গিয়েছিল। ওই পরিস্থিতি থেকে লড়ছিলেন ন্যাট শিভার ব্রান্ট ও এলিস ক্যাপসি। কিন্তু ৫০ করে আউট হন ক্যাপসি। এরপর ব্রান্ট ৬৪ রানে প্যাভিলিয়নে ফিরতেই ম্যাচ ঢলে পড়ে দক্ষিণ আফ্রিকার দিকে। শেষ দিকে ড্যানি ওয়াট (৩১ বলে ৩৪) ও লিনসে স্মিথ (৩৬ বলে ২৭) মরিয়া একটা চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তাতে শুধুই হারের ব্যবধান কমেছে।

সেঞ্চুরির পর লরা। বুধবার গুয়াহাটিতে।

হেরে সমর্থকদের তোপের মুখে রোনাল্ডোরা

রিয়াধ, ২৯ অক্টোবর : আল নাসেরের জার্সিতে খেতাব জয়ের অপেক্ষা আরও বাড়ল ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর। সৌদি কিংস কাপের শেষ ষোলো রাউন্ডে আল ইত্তেহাদের কাছে ১-২ গোলে হেরে টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে গিয়েছে আল নাসের। এই ম্যাচে রোনাল্ডোকে টেক্কা দিলেন রিয়াল মাদ্রিদের প্রাক্তন সতীর্থ করিম বেঞ্জেমা। এই নিয়ে সৌদি ক্লাবের হয়ে ১৩টি টুর্নামেন্ট খেলে একটিতেও চ্যাম্পিয়ন হতে পারলেন না রোনাল্ডো!

ম্যাচের শুরুতেই বেঞ্জেমার গোলে এগিয়ে গিয়েছিল আল ইত্তেহাদ। যদিও ৩০ মিনিটেই ১-১ করে দিয়েছিলেন আল নাসেরের ব্রাজিলীয় ফরোয়ার্ড অ্যাঞ্জেলো। কিন্তু বিরতির আগেই হুসেম আওয়ারের গোলে ২-১ গোলে এগিয়ে যায় আল ইত্তেহাদ। ৪৯ মিনিটে লাল কার্ড দেখেন আল ইত্তেহাদের আহমেদ আল জুলায়দান। কিন্তু ১০ জনে হয়ে যাওয়া বিপক্ষকে পেয়েও ম্যাচে সমতা ফেরাতে পারেননি রোনাল্ডো। পর্তুগিজ মহাতারকা এদিন নিজের সেরা ফর্মের ধারে-কাছেও ছিলেন না। গোটা ম্যাচে রোনাল্ডোর অবদান পাঁচটি শট। যার মধ্যে মাত্র একটি তিন কাঠির মধ্যে ছিল! টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় নিলেও, হাল ছাড়ছেন না রোনাল্ডো। ম্যাচের পর সোশ্যাল মিডিয়াতে তাঁর বার্তা— আমরা একসঙ্গে দৃঢ়তার সঙ্গে দাঁড়াই। ভুল থেকে শিক্ষা নিই এবং সামনের দিকে এগিয়ে যাই।

প্রসঙ্গত, রোনাল্ডোর সামনে এখন আর দু'টি টুর্নামেন্ট রয়েছে। এক— সৌদি প্রো লিগ। দুই— এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু। এদিকে, এদিনের হারের পর রোনাল্ডোদের টিম বাস ঘিরে রীতিমতো বিক্ষোভ জানান আল নাসের সমর্থকরা। যা বেশ চাপে ফেলে দিয়েছে রোনাল্ডোদের।

হারের পর বিধ্বস্ত রোনাল্ডো।

সাবজুনিয়র জাতীয় ফুটবলে সাগ্নিক কুণ্ডুর হ্যাটট্রিকের সুবাদে অসমকে ৪-০ গোলে হারাল বাংলা

আজ পরীক্ষা মহামেডানের

প্রতিবেদন : হাজারো সমস্যার মধ্যেই বৃহস্পতিবার সুপার কাপে অভিযান শুরু করছে মহামেডান। বৃহস্পতিবার ফাতোরদা স্টেডিয়ামে মেহরাজউদ্দিন ওয়াডুর দলের প্রতিপক্ষ সুনীল ছেত্রীদের বেঙ্গালুরু এফসি। একেই ফিফার ট্রান্সফার ব্যানের ধাক্কায় নতুন ফুটবলার সই করাতে পারেনি ক্লাব। তার উপর স্কোয়াডে থাকা ২১ ফুটবলারের মধ্যে পাঁচজনের অ্যামেচার কনট্রাক্ট থাকায় তাঁদের সুপার কাপে খেলা নিয়ে অনিশ্চয়তা রয়েছে। শাহরুখ, বিদ্যনাথ মুর্মুদের রেজিস্ট্রেশনের চেষ্টা চালাচ্ছে ক্লাব। সমস্যা না মিটলে ১৬ জন ফুটবলার নিয়েই সুপার কাপে খেলতে হবে মহামেডানকে। আর্থিক সংকটে ম্যাচের একদিন আগে বুধবার বিকেলে গোয়া পৌঁছয় দল। কোচ মেহরাজউদ্দিন বলেছেন, আমরা লড়াই করব। সুপার কাপ দলের তরুণদের কাছে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের মঞ্চ।

লিখিত জবাব

নয়াদিল্লি : আগামী ৫ নভেম্বর আইএসএলের বাণিজ্যিক স্বত্ব নিয়ে টেন্ডার খোলা হবে। তার আগে এফএসডিএল-সহ আগ্রহী বিডারদের ২৩৪টি প্রশ্নের লিখিত জবাব দিল এআইএফএফ। ফেডারেশন জানিয়েছে, আসন্ন মরশুমে 'ভার' চালু হলে ক্লাবগুলিকে অতিরিক্ত কোনও ফি দিতে হবে না। লিগ থেকে প্রাপ্ত রাজস্বের ভাগ প্রতিটি ক্লাবের মোট আয়ের সমানুপাতিক হবে।

ডার্বিতে কাল মোহনবাগানের চাই জয়, ইস্টবেঙ্গলের ড্র

গোলের সুযোগ নষ্ট ভাবাচ্ছে মোলিনাকে

প্রতিবেদন : নিজেদের কাজটা নিজেরাই কঠিন করে শুক্রবার সুপার কাপে ছন্দে ফেরা ইস্টবেঙ্গলের মুখোমুখি হচ্ছে মোহনবাগান। সেমিফাইনালে যেতে হলে ডার্বি জিততেই হবে জোসে মোলিনার দলকে। ইস্টবেঙ্গলকে সেখানে ড্র করলেই চলবে। যদি না চেন্নাইয়িন-ডেম্পো ম্যাচে অকল্পনীয় ফলাফল হয়! বুধবার ডার্বির প্রস্তুতিতে নেমে মাঠেই টিম মিটিং করেন মোলিনা। ফুটবলারদের ডার্বি জয়ের জন্য উদ্বুদ্ধ করেন বাগানের স্প্যানিশ বস।

রক্ষণে প্রাচীর তুলে ডেম্পোর ভারতীয় ফুটবলারদের নাছোড় মনোভাব জেমি ম্যাকলারেন, দিমিত্রি পেত্রাতোসদের যন্ত্রণা বাড়িয়েছে। এরপরও একাধিক সুযোগ তৈরি হয়েছে। তবু গোল খুঁজে নিতে পারেননি জেসন কামিন্স, মনবীর সিংরা। গোলের সুযোগ নষ্টই যে উদ্বেগে রাখছে মোহনবাগান কোচকে, তা বুধবার গোয়ার মাঠে ডার্বির প্রস্তুতিতে দেখা গিয়েছে। উতরদা স্পোর্টস কমপ্লেক্স গ্রাউন্ডের লাগোয়া গ্যালারিতে ডেম্পো ম্যাচে পুরো সময় খেলা ফুটবলাররা রিকভারি করেন। বাকিরা চুটিয়ে অনুশীলন চালিয়ে যান।

ফুটবলাদের দু'টি দলে ভাগ করে মাঠ ছোট করে সেখানে দ্রুতগতির পাসিংয়ে গোল খুঁজে নেওয়ার অনুশীলন চলে। ম্যাকলারেন, কামিন্স, শুভাশিস বোস, লিস্টন কোলাসো, আলবার্তো, আপুইয়ারা ডার্বির মহড়ায় মনোনিবেশ করেন। দূরে দাঁড়িয়ে ফুটবলারদের দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখেন মোলিনা। ফিনিশিংয়ে জোর দিতে চাইছেন তিনি।

জেমি-কামিন্স জুটিতেই ভরসা বাগানের।

ডেম্পোর সঙ্গে ড্র করে পরিস্থিতি কঠিন করার পিছনে অনেকে মোহনবাগান কোচের স্ট্র্যাটেজির সমালোচনা করেছেন। একসঙ্গে আটটি বদল করেছিলেন প্রথম একাদশে। মোলিনা অবশ্য নিজেকে আড়াল করেও ভুলটা মানছেন। তিনি বলেন, ডেম্পোকে হারানোর জন্য সেরা দলটাই আমি নামিয়েছি। আমার মনে হয়, পরিকল্পনা ঠিকমতো বাস্তবায়িত হয়নি। এটা আমার দোষ। আসলে গোল না করলে কোনও লাভ নেই। ডার্বি দু'দলের জন্যই মরণ-বাঁচন ম্যাচ। আমরা তৈরি।

প্রতিকূলতাই শক্তি, আত্মবিশ্বাসী অস্কার

প্রতিবেদন : ডেম্পোর কাছে আটকে যাওয়ার পর ভুল শুধরে মর্যাদার ডার্বির আগে জয়ের ছন্দে ফিরেছে ইস্টবেঙ্গল। বিপিন সিংও গোলে ফিরেছেন। ডার্বির আগে মোহনবাগানের থেকে গোল পার্থক্যে এগিয়ে থেকে সুপার কাপের সেমিফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে অ্যাডভান্টেজ ইস্টবেঙ্গল। 'এ' গ্রুপে দুই ম্যাচ খেলে দুই প্রধানেরই পয়েন্ট ৪। গোল পার্থক্য ইস্টবেঙ্গলের ৪ এবং মোহনবাগানের ২। তাই শুক্রবারের বড় ম্যাচ ড্র করলেই অস্কার ব্রুজোর দল সুপার কাপের শেষ চারের ছাড়পত্র আদায় করে নেবে। ছিটকে যাবে মোহনবাগান।

ফাতোরদায় প্রথমবার ডার্বি খেলবে ইস্টবেঙ্গল। সেখানে মোহনবাগান গ্রুপ পর্বে দুটো ম্যাচ ইতিমধ্যেই এই মাঠে খেলে ফেলেছে। তাই ফাতোরদার মাঠ ও পরিবেশ সম্পর্কে সুবিধাজনক অবস্থায় থেকে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীর মুখোমুখি হবে জোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনার দল। চেন্নাইয়িন ম্যাচ দাপটে জিতে উঠে অস্কার বলেছেন, সূচি এবং ভেনু নিয়ে আমি নতুন করে কিছু বলতে চাই না। সবাই সব কিছু দেখছে, জানে। অনুশীলন মাঠ নিয়েও আমাদের কম ঝক্কি পোহাতে হয়নি। এখানে আসার পর থেকে সব কিছুই আমাদের বিরুদ্ধে গিয়েছে। তবে আমরা সব কিছু ভুলে শুক্রবারের ডার্বি নিয়ে ভাবছি। এই প্রতিকূলতাকেই আমরা মোটিভেশন হিসেবে নিচ্ছি। মানসিকভাবে আমাদের ছেলেরা ডার্বির আগে উজ্জীবিত। মাঠের পারফরম্যান্সই শেষ কথা বলবে।

হামিদ গোল না পেলেও তাঁর পাশে ইস্টবেঙ্গল কোচ। অস্কার বলছেন, হামিদ চেন্নাইয়িন ম্যাচে গোল না পেলেও গোলের কাছে পৌঁছেছে। গোল না পেলেও নিজের কাজটা ও করেছে। ডার্বির আগে চাপ নিতে চাই না। চাপ নিলে খেলায় প্রভাব পড়বে।

জয়ের শপথ। ইস্টবেঙ্গল কোচের ক্লাসে মিগুয়েল-মহেশরা।

জবিদের সামনে লাজং-কাঁটা

প্রতিবেদন : আই লিগের প্রস্তুতি হিসেবে অসমের ধুলিয়ানে ওয়েল ইন্ডিয়া গোল্ড কাপ টুর্নামেন্টে খেলছে ডায়মন্ড হারবার এফসি। সরাসরি কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার সুযোগ পায় কিবু ভিকুনার দল। টানা দু'টি নক আউট ম্যাচ জেতার পর বৃহস্পতিবার ফাইনালে আই লিগের আর এক দল শিলং লাজংয়ের মুখোমুখি ডায়মন্ড হারবার। প্রতিপক্ষ শিলংয়ের দলটি অসমেও গ্যালারির সমর্থন পাচ্ছে। এটাই ডায়মন্ড হারবারকে ভাবাচ্ছে। শুধু তাই নয়, লাজংয়ে কোনও বিদেশি ফুটবলার না থাকলেও পাহাড়ি ছেলেদের গতিও চিন্তায় রাখছে কোচ কিবুকে।

কোয়ার্টার ফাইনালে ট্রাউয়ের বিরুদ্ধে ম্যাচের সেরা হওয়া বিদেশি সেন্টার ব্যাক মিকেল কোর্তাজার ফাইনালে হয়তো খেলতে পারবেন না। তবে তাঁর বিকল্প রয়েছে কিবুর হাতে। সেমিফাইনালে মিকেলকে ছাড়াই রক্ষণ ভরসা দিয়েছে দলকে। সানডে আফোলাবি ভাল খেলেন। প্রথম ম্যাচে ব্রাইট এনোবাখারে গোল পেয়েছেন। সেমিফাইনালে নাইজেরিয়ান তারকা মাঠে নামার পরই

ডায়মন্ড হারবারের প্রস্তুতিতে ব্রাইটরা।

ডায়মন্ড হারবারের আক্রমণে ধার বাড়ে। জবি জাস্টিন জোড়া গোল পান। লাজংকে হারিয়ে ট্রফি জিতে আই লিগের আগে আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে নিতে চান জবিরা।

ডায়মন্ডের সহকারী কোচ দেবরাজ চট্টোপাধ্যায় বলেন, আই লিগ কবে শুরু হবে, এখনও আমরা জানি না। কিন্তু নিজেদের তৈরি রাখাটা জরুরি। অনেকদিন পর আমরা একটা টুর্নামেন্ট খেলার সুযোগ পেয়েছি। লাজং শক্ত প্রতিপক্ষ। ট্রফি জিতে মানসিকভাবে তৈরি থাকতে চাইছি।

দ্বিতীয় জয়

প্রতিবেদন : অনূর্ধ্ব ১৯ কর্নেল সিকে নাইডু ট্রফিতে হরিয়ানাকে ৬ উইকেটে হারিয়েছে বাংলা। যা টুর্নামেন্টে বাংলার টানা দ্বিতীয় জয়। জেতার জন্য ১১৩ রান তাড়া করতে নেমে ৪ উইকেট হারিয়েই লক্ষ্যে পৌঁছে যায় বাংলা। এর আগে হরিয়ানার দ্বিতীয় ইনিংস মাত্র ১১৬ রানে গুটিয়ে দিয়েছিল বাংলা।

মেয়েদের হার

প্রতিবেদন: মেয়েদের অনূর্ধ্ব ১৯ টি-২০ ক্রিকেটে বাংলা ৩৫ রানে হেরে গিয়েছে কর্নাটকের কাছে। প্রথম ব্যাট করে ২০ ওভারে ৪ উইকেটে ১৬৪ রান তুলেছিল কর্নাটক। জবাবে ২০ ওভারে ৭ উইকেটে ১২৬ রানেই আটকে যায় বাংলা।

বিশ্রাম চান না শামি, আগরতলায় বাংলা

প্রতিবেদন : দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ইডেন গার্ডেন্সে প্রথম টেস্ট শুরু ১৪ নভেম্বর। সিরিজের জন্য ভারতীয় দলে ফিরতে এতটাই মরিয়া মহম্মদ শামি যে, বিশ্রাম নিতে চাইছেন না তিনি। বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা অনুরোধ করেছিলেন ত্রিপুরা ম্যাচটা অন্তত বিশ্রাম নিতে। কিন্তু সামনে দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের দল ঘোষণা থাকায় সটান বাংলার কোচের অনুরোধ রাখতে পারলেন না ভারতীয় স্পিডস্টার। রঞ্জি ট্রফির শুরুতে পরপর দুই ম্যাচে ১৫ উইকেট। গুজরাত ম্যাচের শেষ দিন দ্বিতীয় ইনিংসে পেসারদের জন্য নির্বিষ ইডেনের পিচেও রিভার্স সুইং অস্ত্রে বিধ্বংসী বোলিং করে জিতিয়েছেন বাংলাকে। দল নির্বাচনী বৈঠকের আগে যত বেশি সম্ভব উইকেট তুলে নিয়ে অজিত আগারকরদের মন জয় করতে চাইছেন শামি। তাই বুধবার দলের সঙ্গেই ত্রিপুরা ম্যাচ খেলতে আগরতলা যান তারকা পেসার।

কোচ লক্ষ্মী বলছিলেন, শামির বিশ্রামের প্রয়োজন। রঞ্জিতে সাতটা ম্যাচ তো ওকে খেলানো যাবে না। ত্রিপুরার বিরুদ্ধে বিশ্রাম নিতেই পারত। কিন্তু ও বিশ্রাম নিতে চাইছে না। কী করতে পারি! শামি বলছে, ২৮-৩০ বছরের যুবকের মতোই শক্তিশালী। শারীরিকভাবে একশো শতাংশ ফিট। তাই আপাতত টানা খেলে যেতে চায়। বাংলার কোচ যোগ করেন, শামির মতো বোলারকে নতুন করে কিছু প্রমাণ করার দরকার নেই। সবাই দেখছে, ও কী করতে পারে। এখন নির্বাচকদের কোর্টে বল। টেস্ট দলে শামিকে অবশ্যই ফেরানো উচিত।

অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরণ, আকাশ দীপ ভারত 'এ' দলের হয়ে খেলবেন। সুদীপ চট্টোপাধ্যায় চোটের কারণে নেই। ত্রিপুরার বিরুদ্ধে বাংলাকে নেতৃত্ব দেবেন সহ-অধিনায়ক অভিষেক পোড়েল। স্কোয়াডে এসেছেন আদিত্য পুরোহিত ও শুভম চট্টোপাধ্যায়।

মাঠে ময়দানে
30 October, 2025 • Thursday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ঘাড়ের চোটে চলতি টি-২০ সিরিজের প্রথম তিন ম্যাচ থেকে ছিটকে গেলেন নীতীশ রেড্ডি

বৃষ্টিতে বাতিল প্রথম ম্যাচে প্রাপ্তি শুধু সূর্য-গিলের ফর্ম

ক্যানবেরা, ২৯ অক্টোবর : ভাল শুরু করেও শেষরক্ষা হল না। অস্ট্রেলিয়ায় ভারতের প্রথম টি২০ ম্যাচ ভেস্তে গেল বৃষ্টিতে। খেলা যখন বন্ধ হল তখন ভারতের রান ছিল ৯.৪ ওভারে ১ উইকেটে ৯৭। এর আগেও একবার বৃষ্টিতে খেলা বন্ধ হয়েছিল। পরে ওভার কমে ম্যাচ দাঁড়ায় ১৮ ওভার। এরপর আবার বৃষ্টি হলে প্রথম ম্যাচ বাতিল করে দিতে হয়।

মানুকা ওভালে সাড়ে তেরো হাজার লোক ধরে। মাত্র এই ক'টা লোক। তার মধ্যে বেশির ভাগই প্রবাসী ভারতীয়। তারা ভাগ্যবান। ফিলিপের হাতে একবার জীবন পাওয়া সূর্যকুমার যাদবের ব্যাটে তবু তারা রান দেখলেন। এশিয়া কাপে ব্যর্থতার পর তাঁকে রানে ফিরতে দেখা গেল। কিন্তু বৃষ্টিতে খেলা বন্ধ হলে মোমেন্টাম নষ্ট হয়। প্রথমবার যখন খেলা বন্ধ হল, ঘণ্টা আধেক পর খেলা শুরু হল ওভার কমে ১৮ ওভারের ম্যাচ বলে। আবার যখন বন্ধ হল ভারত তখন ৯৭/১। ৯.৪ ওভার। আর শুরু হয়নি। তার আগে অভিষেক শর্মা (১৯) এলিসকে উইকেট দিয়ে গিয়েছেন। তাঁকে এবার বুঝতে হবে সেট হয়ে উইকেট দিয়ে আসা কাজের কথা নয়।

সূর্য এশিয়া কাপে রান পাননি। এত খারাপ ফর্মে তিনি আগে কাটাননি। দুবাইয়ে তাঁর রান না পাওয়ার কারণ বলা হচ্ছে স্লো উইকেট। এখানে বল ঠিকমতো ব্যাটে এসেছে। মানুকা ওভালে সেরকমই হয়। বল দ্রুত আসে। ভাল বাউন্স থাকে। সূর্য আরামসে নিজের স্ট্রোক নিলেন। দ্বিতীয়বার বৃষ্টিতে খেলা যখন বন্ধ হল সূর্য নট আউট ছিলেন ২৪ বলে ৩৯ রান করে। সঙ্গী শুভমন ততক্ষণে ২০ বলে ৩৭ রান করে ফেলেছেন।

অস্ট্রেলিয়া টসে জিতে আগে ভারতকে ব্যাট করতে দিয়েছিল। এখনকার উইকেট বরাবর ফাস্ট বোলারদের পাশে থাকে। কিন্তু তাদের বোলাররা কিছু করে ওঠার আগেই চার ওভারের মধ্যে ৩৫ রান উঠে গিয়েছিল। অভিষেক যথারীতি ঝোড়ো শুরু করেছিলেন। তবে ১৪ বলে ১৯ রান করে ফিরে গেলেন। এর মধ্যে যেমন ভাল শট নিয়েছেন, তেমনই বিপজ্জনক সময় কাটিয়েছেন উইকেটে। পাওয়ার প্লে-তে ফিল্ডাররা রিংয়ের ভিতরে থাকবে বলে সব বল চালাতে হবে এটা ঠিক নয়। অভিষেক সেই ভুলটাই করেছেন। শুভমন বরং একদিনের সিরিজের ব্যর্থতা ভুলে রান পেলেন।

বুমরা ও হর্ষিত এই দুই জেনুইন সিমারকে নিয়ে পেস অলরাউন্ডার হিসাবে গম্ভীর পাশে রেখেছিলেন শিবম দুবেকে। সঙ্গে তিন স্পিনার অক্ষর, বরুণ ও কুলদীপ। যার অর্থ পাঁচ বোলারের সঙ্গে শিবম। যে উইকেটে পেসারদের সাহায্য পাওয়ার ইতিহাস আছে সেখানে এই কম্বিনেশন অবাক করার মতো। একজন স্পিনার কম নিয়ে অর্শদীপকে খেলানো যেত কিনা সেটা জারুরি প্রশ্ন। কিন্তু বৃষ্টি যেভাবে খেলা মাটি করেছে তাতে এইসব আলোচনা এখন অর্থহীন। ভারতের পরের ম্যাচ শুক্রবার, মেলবোর্নে।

শুরু বৃষ্টি, মাঠ ছাড়ছেন সূর্যকুমার ও শুভমন। বুধবার মানুকা ওভালে।

মাঠে ফিরেই শীর্ষে রোহিত

দুবাই, ২৯ অক্টোবর : অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সদ্যসমাপ্ত একদিনের সিরিজে দুরন্ত ব্যাটিংয়ের পুরস্কার পেলেন রোহিত শর্মা। আইসিসি ওয়ান ডে ব্যাটারদের ক্রমতালিকার শীর্ষে উঠে এসেছেন তিনি। শুধু তাই নয়, বয়স্কতম ক্রিকেটার হিসাবে ওয়ান ডে ব্যাটারদের তালিকার শীর্ষে ওঠার নতুন নজিরও গড়েছেন রোহিত। ভেঙে দিয়েছেন কিংবদন্তি শচীন তেন্ডুলকরের রেকর্ড। ২০১১ সালে শচীন ৩৮ বছর ৭৩ দিন বয়সে এই কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন। রোহিত করলেন ৩৮ বছর ১৮২ দিন বয়সে। অস্ট্রেলীয়দের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচে একটি সেঞ্চুরি ও একটি হাফ সেঞ্চুরি-সহ মোট ২০২ রান করে সিরিজের সেরা হয়েছিলেন রোহিত। এই পারফরম্যান্সের সুবাদে শুভমন গিলকে টপকে বুধবার প্রকাশিত ওয়ান ডে ব্যাটারদের তালিকার এক নম্বরে উঠে এসেছেন রোহিত। তাঁর রেটিং পয়েন্ট ৭৮১। দ্বিতীয় স্থানে আফগানিস্তানের ইব্রাহিম জাদরান (৭৬৪ রেটিং পয়েন্ট)। শুভমন নেমে গিয়েছেন তিন নম্বরে। বিরাট কোহলি রয়েছেন ছ'নম্বরে। প্রসঙ্গত, সিরিজ শেষ হওয়ার বিসিসিআইয়ের ভিডিওতে রোহিত বলেছিলেন, দেশেই ভাল প্রস্তুতি নিয়েছিলাম। তবে দু'দেশের পরিবেশে অনেক পার্থক্য রয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে আগেও অনেকবার খেলেছি। সেই অভিজ্ঞতা কাজে লেগেছে। আমি শুধু ছন্দে ফেরার অপেক্ষায় ছিলাম।

ওয়ান ডে সিরিজের সেরার ট্রফি নিয়ে রোহিত।

চোটমুক্ত পন্থ আজ ফিরছেন ২২ গজে

বেঙ্গালুরু, ২৯ অক্টোবর : অপেক্ষার অবসান। ক্রিকেটে ফিরছেন ঋষভ পন্থ। বৃহস্পতিবার থেকে বেঙ্গালুরুতে শুরু দক্ষিণ আফ্রিকা এ দলের বিরুদ্ধে চারদিনের বেসরকারি টেস্টে পন্থ ভারত এ দলকে নেতৃত্ব দেবেন। গত ইংল্যান্ড সিরিজে চোট পাওয়ার পর এই প্রথম ২২ গজে দেখা যাবে পন্থকে।

বুধবার সাংবাদিক সম্মেলনে এসে ভারত এ দলের আরেক ক্রিকেটার সাই সুদর্শন বলেন, ঋষভকে দেখে দুর্দান্ত লাগছে। ওকে অনেক বেশি ফিট ও সাহসী দেখাচ্ছে। আসলে চোটের পর অনেক সময় নির্দিষ্ট কিছু অনুশীলনের সময় পাওয়া যায়। ওকে দেখে মনে হচ্ছে সময়টা দারুণভাবে কাজে লাগিয়েছে। সুদর্শন আরও বলেছেন, প্রথম দিন অনুশীলন শুরুর আগে ঋষভ আমাদের বলেছে, এই ম্যাচ আমাদের সবার কাছে ছন্দে ফেরার একটা দারুণ সুযোগ। একই সঙ্গে এও বলেছে, আমরা জেতার লক্ষ্য নিয়েই মাঠে নামব।

তিনি নিজে এখনও টেস্ট দলে জায়গা পাকা করার জন্য লড়ছেন। কোচ গৌতম গম্ভীরের প্রসঙ্গ টেনে সুদর্শনের সংযোজন, ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে দিল্লি টেস্টের আগে নেটে ব্যাট করছিলাম। সেই সময় গম্ভীর স্যার আমাকে ডেকে বলেন, তুমি দেশের সেরা ক্রিকেটারদের একজন। তাই টেস্ট দলে সুযোগ পেয়েছ। কিন্তু রান করতেই হবে, এটা ভেবে মাঠে নেমো না। বরং নিজের ব্যাটিং উপভোগ করো। চিন্তার কিছু নেই। তুমি যথেষ্ট সুযোগ পাবে। ওঁর কথায় আমি বাড়তি আত্মবিশ্বাস পেয়েছিলাম।

বুধবার প্র্যাকটিসের ফাঁকে পন্থ।

অভিষেকের থেকে সাবধান, অস্ট্রেলিয়াকে বার্তা শাস্ত্রীর

ক্যানবেরা, ২৯ অক্টোবর : অস্ট্রেলিয়ার কাছে ওয়ান ডে সিরিজ হারতে হয়েছে। টি-২০ সিরিজ জিতে ১-১ করার সুযোগ ভারতের কাছে। বুধবার ক্যানবেরায় প্রথম টি-২০ বৃষ্টিতে ভেস্তে গিয়েছে। বাকি চার ম্যাচের জন্য অস্ট্রেলিয়াকে সতর্ক করে দিয়েছেন টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন কোচ রবি শাস্ত্রী। তিনি জানিয়েছেন, অভিষেক শর্মার মতো বিধ্বংসী টি-২০ ব্যাটার অস্ট্রেলিয়াকে শেষ করে দিতে পারে।

এশিয়া কাপে বিস্ফোরক ব্যাটিং করে টুর্নামেন্টে সর্বোচ্চ রান করেছিলেন অভিষেক। প্রতিপক্ষ বোলারদের ত্রাস হয়ে উঠেছিলেন ভারতের বাঁ-হাতি ব্যাটার। বুধবার মানুকা ওভালেও শুরুটা বিধ্বংসী মেজাজে করেছিলেন অভিষেক। ১৪ বলে ১৯ রান করেন তিনি। অস্ট্রেলিয়ার একটি টিভি চ্যানেলে শাস্ত্রী বলেছেন, অভিষেক অন্যতম সেরা টি-২০ ব্যাটার। ক্রিজে যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ দর্শকদের বিনোদন দিয়ে যাবে। অস্ট্রেলিয়া বা ভারত যেখানেই খেলা হোক না কেন, অভিষেকের ব্যাটিং দর্শকেরা উপভোগ করে। একাই প্রতিপক্ষের হাত থেকে ম্যাচ নিয়ে চলে যাওয়ার ক্ষমতা রাখে।

শাস্ত্রী মনে করেন, অভিষেকের প্রস্তুতি এবং ম্যাচে তার সঠিক প্রয়োগ তাঁকে অনেক আত্মবিশ্বাসী করে তুলেছে। তাঁর কথায়, নিজের উপর বিশ্বাস, প্রস্তুতি, শটের বৈচিত্র্য অভিষেককে বেশ কয়েক যোজন এগিয়ে দিয়েছে। প্রথম বল থেকেই বোলারের ছন্দ নষ্ট করে তার উপর চাপ সৃষ্টি করে। তাতেই বিধ্বংসী মেজাজে নিজের ছন্দে ইনিংস গড়তে সুবিধে হয় অভিষেকের।

চার মারছেন অভিষেক।

ওপেন নিয়ে ভাবি না : সঞ্জু

ক্যানবেরা, ২৯ অক্টোবর : এশিয়া কাপের আগে টি-২০ ফরম্যাটে টিম ইন্ডিয়ার হয়ে ওপেন করে তিন-তিনটি সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছিলেন সঞ্জু স্যামসন। কিন্তু এশিয়া কাপ থেকে ওপেন করছেন শুভমন গিল ও অভিষেক শর্মা। মিডল অর্ডারে নেমে এসেছেন সঞ্জু। যদিও এ নিয়ে কোনও আক্ষেপ নেই তাঁর। বুধবার মানুকা ওভালে টি-২০ ম্যাচ চলাকালীন সম্প্রচারকারী টিভি চ্যানেলে সঞ্জু বলেছেন, আমাদের দলে একমাত্র ওপেনারদের জায়গা নির্দিষ্ট। বাকিদের কোনও নির্দিষ্ট জায়গা নেই। ম্যাচ ও পরিস্থিতি অনুযায়ী ব্যাটিং অর্ডার বদলে যায়। আমি নিজেও বিভিন্ন পজিশনে ব্যাট করেছি। কখনও ওপেন করেছি। কখনও আবার ফিনিশারের ভূমিকা নিয়েছি। এখন মিডল অর্ডারে ব্যাট করছি। তাঁর সংযোজন, ওপেন করছি না বলে আমার কোনও হতাশা বা রাগ নেই। বরং ক্রিকেট উপভোগ করছি। আগামী বছর টি-২০ বিশ্বকাপ। তার আগে নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী দল এগোচ্ছে। অতিরিক্ত কোনও চাপ না নিয়ে একটা একটা করে ম্যাচ ধরে এগোচ্ছি।